জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৩৭ ● ১৩ অক্টোবর, ২০২৫ ● ২৬ আশ্বিন ১৪৩২ ● সোমবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 137 ● JAGO BANGLA ● MONDAY ● 13 OCTOBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

তালিবানি কুযুক্তি

মহিলা সাংবাদিকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞায় নাকি 'টেকনিক্যাল ফল্ট' ছিল! ইচ্ছাকৃত নয়। এমন অবাস্তব ব্যাখ্যা দিলেন আফগান বিদেশমন্ত্রী। ঘটনায় তোপের মুখে পড়ে বিজেপিও

শুষ্ক আবহাওয়া

বাংলায় শুষ্ক আবহাওয়ার শুরু। মঙ্গলবার থেকেই আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে। স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা কিছু এলাকায়। উত্তরেও আবহাওয়ার উন্নতি

দলিত নাবালিকাকে গণধর্ষণ যোগীরাজ্যে শিকেয় নিরাপত্তা

বর্ধমান স্টেশনে রেলের গন্ডগোলে পদপিষ্ট, আহত ৭, শঙ্কাজনক বহু

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য বিকৃত করে অপপ্রচার

পাল্টা জবাব

প্রতিবেদন : আবার নোংরা খেলা। বিরোধী দলের সঙ্গে এক শ্রেণির মিডিয়ার গাঁটছড়া বেঁধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চক্রান্ত। উত্তরবঙ্গ যাওয়ার আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে দুর্গাপুর প্রসঙ্গ ওঠে। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাবে তাঁর বক্তব্য রাখেন। কিন্তু বক্তব্যের এক-দুটি লাইন সামনে রেখে অর্থ বদলে দিয়ে কুৎসা শুরু হয়। বলা হয়, মুখ্যমন্ত্রী নাকি মেয়েদের রাতে বাইরে বেরোতে বারণ করেছেন।

সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বিকৃত তথ্য। মুখ্যমন্ত্রী দমদম বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে কী বলেছিলেন? তিনি বলেন, দুর্গাপুরের ঘটনাটি নিন্দনীয় এবং জঘন্যতম। দোষীদের চরম শাস্তি হওয়া উচিত। পুলিশ তদন্ত করছে। যে কেউ যেখানে খুশি যেতে পারে। ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপের কোনও প্রশ্ন নেই। কিন্তু ডাক্তারি পড়ুয়া মেয়েটি হস্টেলে থাকে। বেশি রাতে হস্টেল থেকে বেরোল কী করে? নিরাপত্তাকর্মীরা কীভাবে অনুমতি দিল? বেসরকারি কলেজগুলির এ-ব্যাপারে (এরপর ৫ পাতায়)

রিভিউ মিটিং ● ৮ জনকে পুরস্কার ● চা-শ্রমিকদের ত্রাণ

আলিপুরদুয়ারে সুভাষিণী চা-বাগান। ত্রাণ তুলে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। সঙ্গে অরূপ বিশ্বাস। রবিবার।

উত্তর পুনর্গঠনে মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তৎপর প্রশাসন। স্বাভাবিক হচ্ছে উত্তরবঙ্গ। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে জোরকদমে চলছে পুনর্গঠনের কাজ। এবার টানা ছ'দিন উত্তরের পাহাড় ও ডুয়ার্সে থেকে সেই কাজের তদারকি করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার আলিপুরদুয়ারের হাসিমারায় পা দিয়েই তিনি রিভিউ মিটিং করেন। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন আধিকারিকদের। দুর্যোগে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধারে কাজ করা বীর যোদ্ধাদের হাতে তুলে দেন পুরস্কার। তারপরই যান সুভাষিণী চা-বাগানে। সেখানে শ্রমিক পরিবারের হাতে খাবার, শাড়ি-কম্বল ও শিক্ষাসামগ্রী-সহ ত্রাণসামগ্রী তুলে দেন।

উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টি ও ধস-বিপর্যয়ে প্রাথমিকভাবে প্রশাসনিক পর্যবেক্ষণ সেরে পুনর্গঠনের কাজের নির্দেশ দিয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপর তাঁর নির্দেশে মেনে দ্রুত গতিতে চলছে কাজ। এবার সেইসব কাজের তদারকিতে এবং মানুষের হাতে পরিষেবা পৌঁছে দিতে উত্তরের দুর্যোগপূর্ণ জেলাগুলিতে রিভিউ বৈঠক করতে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার আলিপুরদুয়ারের হাসিমারায় রিভিউ মিটিং করেন। আধিকারিকদের থেকে ক্ষয়ক্ষতি ও পুনর্গঠনের হিসাব নেন। সোমবার সকালে তিনি পৌঁছবেন ক্ষতিগ্রস্ত নাগরাকাটায়। মানুষের সমস্যার কথা শুনবেন। পাশাপাশি আরও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাও (এরপর ১২ পাতায়)

পাড়া সমাধানে ৯০ শতাংশ কাজই শেষ, বাড়ল মেয়াদ

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান

প্রতিবেদন : আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানে ৯০ শতাংশ কাজই সম্পূর্ণ। শুধু উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় বিপর্যয়ের কারণে সমস্ত শিবির শেষ করা যায়নি। সেখানে মানুষের আরও সহযোগিতা প্রয়োজন। তাই বিপর্যস্ত এলাকার জন্য 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবিরের মেয়াদ ৬ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হচ্ছে। রবিবার জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনই তিনি রওনা হন প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গের উদ্দেশ্যে। তার আগে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' নিয়ে বিস্তারিত তথ্য পেশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচির বিস্তারিত প্রেস বিবৃতি প্রকাশ করেন। সেই তথ্যই পেশ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। (এরপর ১২ পাতায়)

খড়দহের বিলকান্দায় বিজয়া সম্মিলনী। রয়েছেন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সৌগত রায়, দেবরাজ চক্রবর্তী, প্রসেনজিৎ সাহা-সহ নেতৃত্ব।

রবিবার ১০০টি ব্লকে বিজয়া সম্মিলনী করে রেকর্ড গড়ল তৃণমূল কংগ্রেস। বিস্তারিত খবর ভিতরে।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

নাম

নামটা কে দিল
জানলাম না
পদবিটা কে দিল
বুঝলাম না।।

জানলাম যখন ভাবলাম
এটা না পসন্দ
কোথায় যেন রয়ে গেছে
রন্ধ্রে রন্ধ্রে দ্বন্দ্ব।।

মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচি

সোমবার : জলপাইগুড়ির নাগরাকাটা-সহ একাধিক এলাকায় পরিদর্শন

মঙ্গলবার : মিরিকের বিপর্যস্ত এলাকা পরিদর্শন

বুধবার : দার্জিলিংয়ে একাধিক কর্মসূচি

বৃহস্পতিবার : দার্জিলিং ও কালিম্পং নিয়ে রিভিউ মিটিং করবেন মুখ্যমন্ত্রী

শুক্রবার : উত্তরকন্যা থেকে কলকাতায় ফিরে সন্ধ্যায় ৪টি কালীপুজোর উদ্বোধন

আজ অভিষেকের বিজয়া সম্মিলনী

প্রতিবেদন : দুর্গাপুজো, কার্নিভালের পর রাজ্য জুড়ে জেলা থেকে ব্লক স্তরে বিজয়া সম্মিলনী পালন করছে তৃণমূল। রবিবার রাজ্যে ১০০টি বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় দলের তরফে। আজ, সোমবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগেও বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়েছে। বিষ্ণুপুরের আমতলায় সাংসদ কার্যালয়ে বিকেল ৪টে থেকে হবে অনুষ্ঠান।

তারিখ অভিধান

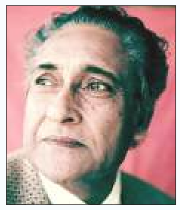

১৯১১ অশোককুমারের (১৯১১-২০০১) জন্মদিবস। বিখ্যাত অভিনেতা। সঙ্গীতশিল্পী কিশোরকুমারের দাদা। আসল নাম কুমুদলাল গঙ্গোপাধ্যায়। বাড়িতে তাঁকে দাদামণি নামে ডাকা হত। আশির দশক। রাজ কাপুর ও শাম্মি কাপুর বম্বে এয়ারপোর্টে এসেছেন বিমান ধরতে। দুই ভাইকে দেখে জনতা উদ্বেল। কান ফাটানো চিৎকার। রাজ যেন একটু বেশিই চুপ। শাম্মিও লক্ষ্য করেছিলেন। প্লেন উড়তে শুরু করতেই প্রশ্নটা করলেন তিনি— ‘‘কিসি বাত সে পড়েশান হো আপ?’’ রাজ ধীরে ধীরে বললেন, ‘‘কত কিছু শেখালাম তোমাকে। সোনার মতো কেরিয়ার পেলে তুমি! ওই পান মশলার বিজ্ঞাপনটা কি না করলেই চলছিল না তোমার?’’ শাম্মি টকটকে লাল মুখ করে বললেন, ‘‘একবার দাদামণির সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করতে চেয়েছিলাম আমি।’’ উত্তর শুনে রাজ আরও হতভম্ব হয়ে গেলেন। ঠিক এমনই হতভম্ব তিনি হয়েছিলেন চল্লিশ বছর আগে। সেদিন ছিল তাঁর বিয়ে। ঘোমটা ঢাকা সলাজ নববধূকে সঙ্গে নিয়ে স্টেজে দাঁড়িয়ে ইন্ডাস্ট্রির গণ্যমান্যদের আশীর্বাদ নিচ্ছিলেন। তার পরে পৃথ্বীরাজ কাপুরের বড় ছেলের বিয়েতে ঢুকলেন বম্বে টকিজ়ের এক নম্বর স্টার অশোককুমার। তাঁকে দেখামাত্র নতুন বউ কৃষ্ণা ঘোমটা সরিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘‘আরে, অশোককুমার! আমি ‘কিসমত’ তিনবার দেখেছি। আর ‘অচ্ছুৎ কন্যা’ আমার দেখা প্রথম ফিল্ম।’’ অশোককুমার তখন হো হো করে হাসছেন। সেই দাদামণি অশোককুমারের থেকে বলিউড অনেক কিছু শিখেছে। হিরোদের নামকরণ। দিলীপকুমার, রাজেন্দ্রকুমার হয়ে অক্ষয়কুমার অবধি। কিশোরকুমার শিখেছেন ‘এক চতুর নার’ গানটি। আর তাঁর ম্যানারিজ়মকে পুঁজি করে আজও সংসার চালাচ্ছে কত হাজার মিমিক্রি শিল্পী। আর সেসব দেখে তালি বাজিয়েই চলেছি আমরা, ‘হমলোগ’।

১৯১১ ভগিনী নিবেদিতার (১৮৬৭-১৯১১) তিরোধান দিবস। ভারতের মঙ্গলে নিবেদিত প্রাণ এই বিদেশিনি রোগমুক্তির আশায় দার্জিলিংয়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। সেখানেই তিনি মারা যান। আসল নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করে নাম রেখেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। ১৮৯৮-তে ভারতে এসেছিলেন। সে সময় কলকাতায় পর পর দু’বছর প্লেগ হলে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সেবার কাজে ব্রতী হন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গেও জড়িয়েছিলেন।

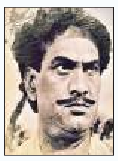

১৯৮৩ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯৩৩-১৯৮৩) মৃত্যুদিন। বিদেশি নাটক তাঁর ছোঁয়ায় হয়ে উঠত বাংলার নিজস্ব নাটক। ব্রেখট, ইবসেন, চেখভ, পিরানদেল্লো, ওয়েস্কার, পিন্টার— বিশ্ব নাট্যমানচিত্রের এই সব স্থপতির সঙ্গে বাঙালির পরিচয় অজিতেশের হাত ধরে। বঙ্গীয়করণ করে তিনি উপস্থাপন করতেন মঞ্চে। গ্রুপ থিয়েটার, পেশাদারি মঞ্চ, চলচ্চিত্র, যাত্রা— সব কিছুতেই বিরাট চেহারার অজিতেশ অভিনেতা হিসেবে নিজের মর্ত্যসীমা অতিক্রম করেছিলেন।

১৯৯১ স্টার থিয়েটার বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়। স্টার ও মিনার্ভা থিয়েটার হল কলকাতার দুটি সবচেয়ে পুরনো বাণিজ্যিক নাট্যমঞ্চ। স্টার, মিনার্ভা ও ক্লাসিক থিয়েটারে হীরালাল সেন নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। স্টার থিয়েটার ভবনটি কলকাতার একটি ঐতিহ্যবাহী ভবন। ২০০০-এর দশকে কলকাতা পুরসংস্থা বাড়িটি সারিয়ে আবার নাট্যমঞ্চটি চালু করে।

২০০৬ প্রতিভা বসু (১৯১৫-২০০৬) এদিন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বেশ কয়েকটি উপন্যাস চলচ্চিত্রায়িত হয় ও ব্যাপক সফলতা পায়। তার মধ্যে রয়েছে আলো আমার আলো, পথে হল দেরি, অতল জলের আহ্বান ইত্যাদি বেশ কিছু ছবি নির্মিত হয়। বাংলা ভাষায় অনন্য অবদানের জন্য প্রতিভা বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক লাভ করেন। এ-ছাড়াও, সাহিত্যকর্মে সবিশেষ অবদানের জন্য তিনি আনন্দ পুরস্কারে ভূষিত হন।

২০০২ ইলা মিত্র (১৯২৫-২০০২) এদিন প্রয়াত হন। সংগ্রামী কৃষক নেতা। মূলত তেভাগা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য সর্বাধিক পরিচিত। বাংলার শোষিত ও বঞ্চিত কৃষকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তিনি সংগ্রাম করেছেন। তিনিই প্রথম বাঙালি মেয়ে যিনি ১৯৪০ সালে জাপানে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকের জন্য নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে অলিম্পিক বাতিল হয়ে যাওয়ায় তাঁর অংশগ্রহণ করা হয়নি। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেও তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী।

১৯৮৭ কিশোরকুমার (১৯২৯-১৯৮৭) এদিন চিরদিনের জন্য সুরলোকে গমন করেন। আসল নাম আভাষকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। শেষ গানটি জীবদ্দশায় মুক্তি পায়নি। মৃত্যুর পর, ২০১২-তে নিলামে সেটির দাম হয়েছিল ১৫ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা, এমনই বিপুল জনপ্রিয়তা তাঁর। গান গাওয়া, গান লেখা, সংগীত পরিচালনা, এসবের পাশাপাশি অভিনয় করেছেন বহু ছবিতে। অভিনেতা হিসেবে তাঁকে পর্দায় শেষ দেখা গিয়েছে ‘চলতি কা নাম জিন্দেগি’ ছবিতে।

নজরকাড়া ইনস্টা

■ রাজ চক্রবর্তী সঙ্গে শুভশ্রী, পুত্র-কন্যা

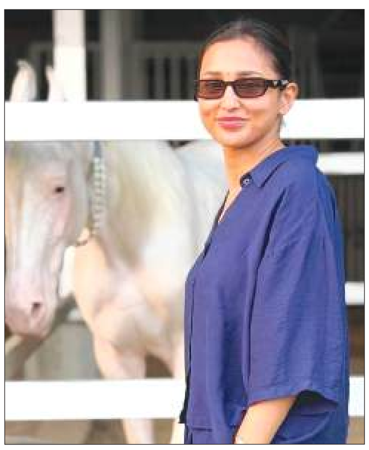

■ মিমি চক্রবর্তী

■ ইমন, সঙ্গে কোয়েল

বিজয়ার শুভেচ্ছা

■ হরিপাল বিধানসভার মালিয়ায় কাশী বিশ্বনাথ সেবা সমিতি হলে হরিপাল ব্লক তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনীতে মন্ত্রী বেচারাম মান্না, বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না।

■ বালি কেন্দ্র তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনী। মন্ত্রী অরূপ রায়ের হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিলেন যুবনেতা কৈলাস মিশ্র-সহ স্থানীয় নেতৃত্ব।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫২৪

১		২	■	৩			৪
	■		■		■	■	
	■	৫			৬		
৭			■	■		■	■
■	■		■	■	৮		৯
১০			১১			■	
	■	■		■		■	
১২				■	১৩		

পাশাপাশি : ১. অধিকারের ক্ষেত্র ৩. অর্থদণ্ড, ফাইন ৫. বিদ্বৎকুল ৭. সমাধি, গোর ৮. শ্রীরাধিকার জনৈকা সখী ১০. অস্থিসন্ধির যন্ত্রণাদায়ক রোগবিশেষ ১২. সমুদ্র ১৩. তিরস্কার, ভর্ৎসনা।

উপর-নিচ : ১. কোনও কোনও ২. ক্রমানুযায়ী কাজ ৩. লিপ্ত ৪. অরাজি, অসম্মত ৬. জলে ডুবে মৃত্যু ৯. —কথা ১০. যত্ন, খাতির ১১. নীচ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫২৩ : পাশাপাশি : ১. ঐকপত্য ৩. কাঁধার ৫. বেড়ি ৬. তিক্ততা ৮. কক্ষা ১০. রক্তিমা ১১. লবান ১৩. মাঠা ১৫. জম্পেশ ১৮. গৌর ১৯. ভরণ ২০. অলঙ্ঘন।
উপর-নিচ: ১. ঐকান্তিক ২. পদ্ধতি ৩. কাঁড়ি ৪. রই ৫. বেতার ৭. আমামা ৯. ক্ষালন ১২. নজর ১৪. ঠাকরুন ১৬. শকল ১৭. লোভ ১৮. গৌণ।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও’ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

আলিপুরদুয়ারে রিভিউ মিটিং ■ সুভাষিণী চা-বাগানে ত্রাণ মুখ্যমন্ত্রীর

চা-বাগান শ্রমিকদের ত্রাণ মুখ্যমন্ত্রীর

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ● আলিপুরদুয়ার

দুর্যোগের পর এক সপ্তাহের মধ্যে দু-দু'বার উত্তরবঙ্গে এলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগের বার আলিপুরদুয়ার জেলার হাসিমারা বায়ুসেনা ছাউনিতে নেমে সোজা চলে গিয়েছিলেন জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটায়। সেখান থেকে মিরিক ও পাহাড়ের বিভিন্ন বিপর্যস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। রবিবার দুপুরে ফের হাসিমারায় নেমে সোজা চলে যান নীলপাড়া রেঞ্জ অফিসে। সেখানে জেলা প্রশাসনের সমস্ত বিভাগের সঙ্গে সাম্প্রতিক বিপর্যয়ে হওয়া ক্ষয়ক্ষতি ও অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এর পর সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা চলে যান সুভাষিণী চা-বাগানের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায়। সেখানে তোর্সার জলে ভেঙে যাওয়া বাঁধ পরিদর্শন করেন। চা-শ্রমিকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নেন। সেই সঙ্গে শ্রমিকদের হাতে খাবার, শাড়ি, কম্বল-সহ নানান ত্রাণসামগ্রী তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। শ্রমিকদের সন্তানদের বইখাতা নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, তাদের বই-খাতা, পেন্সিল ইত্যাদি দেন। ছোট শিশুদের দেন টেডি বেয়ার। বাগান থেকে বেরিয়ে আসবার পথে মুখ্যমন্ত্রীর নজরে পড়ে, চা-বাগানের মহিলারা মাথায় কাঠের টুকরো নিয়ে আসছেন। তিনি গাড়ি থামিয়ে তাঁদের জিজ্ঞেস করেন, কোথা থেকে এই কাঠ নিয়ে আসছেন এবং এত কষ্ট করে নিয়ে আসছেনই বা কেন। উত্তরে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করেন, গ্যাসের দাম বেড়ে যাওয়ায় তাঁরা সিলিন্ডার কিনতে পারছেন না। তাই নদীতে ভেসে-আসা কাঠ ঝুঁকি নিয়ে সংগ্রহ করছেন। কেমন আছেন জানতে চাইলে, এই বিপর্যয়ে অবস্থা খুব খারাপ বলে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে জানান। সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জেলাশাসককে তাঁদের সমস্যা জেনে দ্রুত সমাধানের নির্দেশ দেন।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা — মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
13 October, 2025 • Monday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিকৃত অপপ্রচার

এক শ্রেণির মিডিয়াকে সঙ্গী করে বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টি নোংরা এবং নিম্নগামী খেলায় মেতে উঠেছে। মিথ্যাচারের রাজনীতি করে মনে করা হচ্ছে মানুষের মন পাওয়া যাবে। দুর্গাপুরে ডাক্তারি পড়ুয়ার গণধর্ষণের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় নিজের বক্তব্য রেখেছেন। বিজেপি সেই বক্তব্য নিয়ে নোংরা খেলায় নেমেছে। বিকৃত তথ্য পরিবেশন করছে। মুখ্যমন্ত্রীর তাঁর বক্তব্যে স্পষ্টভাবে বলেছেন, গোটা ঘটনা ন্যক্কারজনক এবং নিন্দনীয়। দোষীদের কড়া শাস্তি দেওয়া হোক। কিন্তু ওই পড়ুয়া যে বেসরকারি কলেজে পড়েন সেই কলেজও দায়িত্ব এড়াতে পারে না। কেন বেশি রাতে ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়েছিল? কেন নিরাপত্তারক্ষীরা জানতে চায়নি? যেহেতু এই সমস্ত কলেজে ভিন রাজ্যের বহু পড়ুয়া থাকেন, ফলে এলাকার পরিস্থিতি তাঁদের পক্ষে জানা সম্ভব হয় না। কলেজটির গায়ে রয়েছে জঙ্গল। নির্জন জায়গা। দুষ্কৃতীরা সেই সুযোগই কাজে লাগিয়েছে। মাথায় রাখতে হবে সব জায়গায় পুলিশ কিংবা পাহারাদার রাখা সম্ভব নয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ যদি কড়া মনোভাব দেখাত তাহলে হয়তো এই অনভিপ্রেত ঘটনা এড়ানো যেত। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, পুলিশ তদন্ত করছে। ইতিমধ্যে অভিযুক্তরা গ্রেফতার হয়েছে। জিরো টলারেন্স নীতি নেওয়া হয়েছে। তারপরেও মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য বিকৃত করে বিজেপির এবং মহাশূন্যে ভেসে থাকা বাম দলের নেতৃত্বে চলছে বিকৃত অপপ্রচার। মানুষ আসলে বুঝতে পারেন কেন এই মিথ্যাচার? যখন একটি দল রাজনীতিতে গোহারা হেরে যায়, তখন তার কাছে খড়কুটো ধরে বেঁচে থাকার জন্য পড়ে থাকে শুধু কুৎসা, অপপ্রচার আর বিকৃত তথ্য।

e-mail থেকে চিঠি

দু'মুখো মোদি

একই দিনের ঘটনা। একটি ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সহযোদ্ধারা বিবৃতির বন্যা বইয়ে দিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে কাঠগড়ায় তুললেন। রাজধর্ম মনে করালেন। আর অন্যটিতে দেশের প্রধান বিচারপতিকে ফোন করেই ছেড়ে দিলেন। তাঁর এলেবেলে প্রতিক্রিয়ায় সেই ঝাঁজ দেখা গেল না, প্রতিক্রিয়াও কেমন যেন দায়সারা। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ'র কোনও আগুনে মন্তব্যও চোখে পড়ল না! কেন? উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থানে কিছু ঘটলে কেন্দ্রের শাসক সেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। ওড়িশায় গণধর্ষণের রেকর্ড হয়েছে গত আট মাসে। কই কোনও আন্দোলন নেই তো! ক'টার তদন্ত করেছে এনআইএ, সিবিআই? কিন্তু বাংলায় পান থেকে চুন খসলেই বিজেপি হা রে রে করে লাফিয়ে পড়ে। রাজনৈতিক প্রয়োজন বুঝে শাসকের অপরাধকে দেখার, বিচার করার এবং তোপ দাগার ভাষায় তারতম্য হলে প্রধান বিচারপতি গাভাইয়ের অপরাধ, তিনি খাজুরাহোর মন্দিরে বিষ্ণুমূর্তি পুনরায় নির্মাণ ও স্থাপন তথা প্রতিষ্ঠার আবেদন খারিজ করেছিলেন এবং মামলাকারীদের বলেন, ''যান ভগবানকে গিয়েই জিজ্ঞেস করুন, আপনাদের দেবতাকে নিজের জন্য কিছু করতে বলুন''। এতেই সনাতনীরা ক্ষুব্ধ হন। আদালত কক্ষে তাঁকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয় জুতো। সুপ্রিম কোর্টের ওই ঘটনা আঘাত করে আমাদের সংবিধান ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের শিকড়ে। অথচ অপরাধীর বিরুদ্ধে কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হল কই? এদিকে খগেন মুর্মু ও শঙ্কর ঘোষের ওপর হামলার অভিযোগে গ্রেফতারও হয়েছে। এফআইআরও করা হয়েছে। এরপরও রাজ্য প্রশাসন সব চেপে গিয়েছে, এই কথা আর বলা যায় কি? প্রধান বিচারপতিকে ভয় দেখানো এবং বলপূর্বক তাঁকে লাইনে আনার এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর পৃথিবীর বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের বক্তব্য কোথায়! ব্যবস্থাই বা কী নেওয়া হল? তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার পরও কোন স্পর্ধায় অভিযুক্ত আইনজীবী বলেন, তিনি কোনও ভুল করেননি। তাঁর প্রতিবাদে তিনি অবিচল! প্রধান বিচারপতির উদ্দেশে যে-ব্যক্তি জুতো ছুড়েছেন, তাঁর নাম 'রাকেশ কিশোর' না হয়ে যদি 'রহিম খান' হত, তাহলেও কি কেন্দ্রের শাসক দল এতটা নির্লিপ্ত থাকতে পারত! নাকি এতক্ষণে বিষয়টি একেবারে অন্যদিকে গড়াত? দু'মুখো বিজেপি জবাব দাও।

— কেশব রক্ষিত, নিউ টাউন, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

অবাক হওয়ার কিছু নেই
ওরা এরকমই নারীবিদ্বেষী

আফগানিস্তানে তো করেই থাকো। তা-বলে ভারতের মাটিতে বসেও! তালিবান নেতার 'ফতোয়া' ঘিরে রীতিমতো উত্তপ্ত জাতীয় সাংবাদিক মহল। অভিযোগ, গত শুক্রবার নয়াদিল্লিতে আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি যে সাংবাদিক বৈঠক করেছিলেন, সেখানে ঢুকতে দেওয়া হয়নি কোনও মহিলা সাংবাদিককে। এনিয়ে বিরক্তি ও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, করেছেন অনেকেই। কিন্তু সত্যিই কি এতে বিস্ময়ের কিছু আছে! বিজেপির উৎস যে আরএসএস তার মত ও আদর্শ বিশ্লেষণ করলে তো তেমনটা মনে হয় না। মনে করিয়ে দিচ্ছেন অধ্যাপক **ড. অর্ণব সাহা**

সংঘ পরিবার কখনওই মেয়েদের অধিকারের পক্ষে নয়। ১৯২৫-এ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শাখায় পুরুষ ছাড়া কারও প্রবেশাধিকার বা অংশগ্রহণের অধিকার ছিল না। এখনও নেই! ১১ মার্চ, ১৯৯৪-এ বালাসাহেব দেওরসের হাত থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করা রাজেন্দ্র সিং ছাড়া কেশব বালিরাম হেডগেওয়ার থেকে শুরু করে আজ অব্দি আরএসএস-এর সমস্ত সরসংঘচালকই হয় চিতপাবন অথবা অন্য মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ এবং এরা প্রত্যেকেই ঘোরতর শভিনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী!

১৯৩৬-এ লক্ষ্মীবাই কেলকর ডাক্তারসাহেব হেডগেওয়ারের কাছে দাবি তোলেন, মেয়েদেরও সংঘের অন্তর্ভুক্ত করা হোক! হেডগেওয়ার প্রথমে রাজি হননি! তাঁর মতে, মেয়েদের 'জীবন, মনস্তত্ত্ব ও কার্যকলাপ' ছেলেদের চেয়ে 'সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র'! তাই ওইবছরেই গঠিত হয় 'রাষ্ট্রীয় সেবিকা সমিতি'! লক্ষ করুন, ছেলেরা 'স্বয়ংসেবক'! কিন্তু মেয়েরা শুধুই 'সেবিকা! 'স্বয়ম' শব্দটির মধ্যে যে আত্মনির্ভর স্বাতন্ত্র বিদ্যমান, তা 'সেবিকা' শব্দে অনুপস্থিত! অর্থাৎ, গোড়াতেই মেয়েদের শুধু এক্সক্লুডেড করা হল, তাই নয়, তারা যে পুরুষের তুলনায় খাটো, এটাও বুঝিয়ে দেওয়া হল! এক্ষেত্রে বালাসাহেব দেওরসের যুক্তি ছিল: "সকালে মেয়েদের ঘরের কাজেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, শাখায় আসা তাদের পক্ষে কঠিন!" রাষ্ট্রীয় সেবিকা সমিতির প্রধানতম কর্তব্য হিসেবে গণ্য হয়েছিল তারা মেয়েদের পশ্চিমি প্রভাব থেকে দূরে রাখবে, সন্তানদের মধ্যে সংঘী সংস্কারের সঞ্চার করবে। সংঘের নজরদারিতে তাঁদের প্রশিক্ষণ চলত।

এবার আরএসএস-এর তাত্ত্বিক গুরুদের কথায় আসি! মাধব সদাশিব গোলওয়ালকার তাঁর বিখ্যাত 'বানচ অফ থটস'-এর 'Call to the Motherland' অধ্যায়ে মেয়েদের কাজ স্পষ্ট করে দিয়ে গেছেন! (সাহিত্য সিন্ধু প্রকাশন, ২০২২, পৃ. ৩৭১-৩৭৭)। তাতে তিনি পরিষ্কার বলেছেন, মেয়েদের প্রধান কাজ সন্তানদের দেশের জন্য বলিপ্রদত্ত যোদ্ধা হিসেবে গড়ে তোলা এবং মুখ্যত সন্তানপালন করা। বোঝা যায়, নারী ও পুরুষের স্বাভাবিক মেলামেশার আধুনিক পরিসর না রাখাটাই ছিল তাঁর সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী প্রকল্প! তিনি নারীকে গোমাতার চেয়েও হীন বলে প্রতিপন্ন করেছেন! কারণ, গোমাতার ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ ও সম্ভাবনা নেই, কিন্তু মেয়েদের তা পুরোমাত্রায় আছে। সর্বোপরি, নারীর রয়েছে এক বিপজ্জনক যৌন আকর্ষণ, যা পুরুষকে প্রলুব্ধ করতে সক্ষম! এবং এর ফলে মেয়েরা 'অপবিত্র' ও 'হীন' হয়ে যায় অর্থাৎ শেষত মেয়েরা পুরুষের দ্বারা রক্ষাপ্রাপ্ত এক হীন প্রজাতি! অবিকল একই মনোভাব পোষণ করে নাৎসি জামানিতে ফ্যুয়েরার হিটলারও বলেছিলেন—"মেয়েদের একমাত্র সম্মান তাঁদের মাতৃত্বে। রান্নাঘর, শিশুপালন ও চার্চ—এই তিনটেকে ঘিরেই গড়ে উঠবে তাদের জীবন"। ১৯৭৮-এর পরে প্রকাশিত 'রাষ্ট্রীয় সেবিকা সমিতি'র একটি সাংগঠনিক দলিলে স্পষ্টই বলা হয়েছে, যেহেতু ১৯৩০-এর দশক থেকেই পাশ্চাত্য নারীবাদী

আন্দোলন ও নারীর 'ক্ষমতায়নের' ধারণা ভারতেও আসছিল, সমিতির উদ্দেশ্য ছিল এই 'ক্ষতিকর' প্রভাব থেকে ভারতীয় মেয়েদের দূরে রাখা—'due to western impact women were struggling for equal rights and economic freedom…There was every risk of women being non-committed to love, sacrifice, service…This unnatural change in the attitude of women might have led to disintegration of family, the primary and most important unit of imparting good manners'. (Samiti, Preface to Rashtra Sevika Samiti, Nagpur: Sevika Prakashan. Pp. 13) সংঘের আরেক প্রধান তাত্ত্বিক সাভারকার 'মনুস্মৃতি'-র ভূয়সী প্রশংসা বারবার করেছেন, যে 'মনুস্মৃতি' নারী এবং শূদ্রদের জন্য ভয়াবহ বৈষম্যমূলক বিধানের জন্য কুখ্যাত। সাভারকার খোলাখুলি বলেছিলেন—'This book for centuries has codified the spiritual and divine march of our nation. Even today the rules which are followed by crores of Hindus in their lives and practice are based on Manusmriti. Today Manusmriti is Hindu Law. That is fundamental'. (Women in Manusmriti, Savarkar Samagra, Prabhat Publication, Delhi, Vol. 4, pp.415)

পিতৃতন্ত্র এবং পুরুষতন্ত্র এমনই এক মতাদর্শ যা স্ত্রী-পুরুষ নিরপেক্ষভাবে কাজ করে চলে। আরএসএস-এর দুটি প্রধান মহিলা সংগঠন 'দুর্গা বাহিনী' এবং 'বিজেপি মহিলা মোর্চা'র কার্যকলাপ থেকেও তা বারবার প্রমাণিত হয়। ১৯৮৭ সালের ৪ সেপ্টেম্বর রাজস্থানের দেওরালা গ্রামে আঠারো বছর বয়সী রূপ কানোয়ারকে স্বামীর চিতায় জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়। গোটা দেশ এই ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠলেও সংঘের নারী-সংগঠনগুলি সেসময় হিন্দু নারীর 'সতীদাহ'কে মহিমান্বিত করতে উঠেপড়ে লাগে। সেসময় বিজেপির সহসভাপতি বিজয়রাজে সিন্ধিয়ার নেতৃত্বে বিজেপির মহিলা মোর্চা পার্লামেন্ট অভিযান অব্দি করেছিল 'সতীদাহ' কেবল হিন্দু নারীর কাছে গর্বেরই নয়, এটা তাদের অধিকার—এই দাবিসনদ পেশ করতে। অনেকেরই নিশ্চয়ই মনে আছে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মহিলা শাখার নেত্রী কৃষ্ণা শর্মাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, স্বামীর হাতে মার-খাওয়া স্ত্রীকে আপনি কী উপদেশ দেবেন? তিনি বউপেটানোর পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। বিজেপির মহিলা মোর্চার নেত্রী মৃদুলা সিনহার এপ্রিল, ১৯৯৪-এ দেওয়া সেই বিখ্যাত সাক্ষাৎকারটির কথাও আমরা ভুলিনি, যাতে তিনি পণপ্রথার সপক্ষে, স্বামীর হাতে স্ত্রীর মার-খাওয়ার ন্যায্যতা বিষয়ে নিজের মত রেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, নিতান্ত আর্থিক প্রতিবন্ধকতা ব্যতীত মেয়েদের সংসার ফেলে বাইরে চাকরি করা অনুচিত।

সম্ভবত এই জায়গা থেকেই গোলওয়ালকার এবং তৎকালীন হিন্দু মহাসভা ও পরবর্তী ভারতীয় জনসংঘের নেতারা সদ্য-স্বাধীন ভারতীয় পার্লামেন্টে মেয়েদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আনা 'হিন্দু কোড বিল'-এর সর্বাত্মক বিরোধিতা করেছিলেন। চরম প্রতিক্রিয়াশীল, সামন্তবাদী ভাবনা ও বর্ণাশ্রমের সমর্থক, মেয়েদের অবরোধের আড়ালে নিয়ে যেতে চাওয়া দণ্ডী সন্ন্যাসী কপাত্রি মহারাজের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা দল 'রামরাজ্য পরিষদ' এই বিলের বিরুদ্ধে সংসদ ভবন ঘেরাওয়ের ডাক দেয়। মণিকুন্তলা সেনের আত্মজীবনীতেও আছে কীভাবে হিন্দু কোড বিলের সমর্থনে ডাকা তাঁদের সভা ভণ্ডুল করেছিল শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের গুন্ডারা। বিগত একশো বছরে সংঘ পরিবারের বাইরের মুখোশটা পাল্টালেও তাদের অন্দরের নারীবিদ্বেষী ও নারীবিরোধী মুখ এতটুকু বদলায়নি। তাই এই মতাদর্শের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো আশু প্রয়োজন।

বাজি তৈরির সময় বিস্ফোরণ হাওড়ার রামরাজাতলায়। আকাশ হেলা (৩২) নামে গুরুতর জখম এক ব্যক্তিকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ

উত্তরে দুর্যোগ, প্রশাসনের কাজে প্রশংসা মুখ্যমন্ত্রীর

■ আলিপুরদুয়ারে রিভিউ মিটিংয়ে মুখ্যমন্ত্রী। রয়েছেন অরূপ বিশ্বাস, ডিজি রাজীব কুমার, উদয়ন গুহ প্রমুখ।

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : উত্তরবঙ্গের বিপর্যয়ে সুপারহিরোর ভূমিকা নিয়েছে প্রশাসন। পুলিশ থেকে শুরু করে প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা ঝাঁপিয়ে পড়েছেন উদ্ধারকার্যে। মুখ্যমন্ত্রীর পরদিনই ছুটে গিয়েছেন দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে। সেখানে গিয়ে তদারকি করেছেন পাহাড় ও ডুয়ার্স পুনর্গঠনের কাজে। রবিবার সেই কাজের তদারকিতে গিয়ে আলিপুরদুয়ারের হাসিমারায় রিভিউ মিটিং করলেন মুখ্যমন্ত্রী। উত্তরবঙ্গের দুর্গত মানুষদের পরিস্থিতি নিজে চোখে দেখলেন। দেখলেন তাঁর নির্দেশমতো কতটা কাজ হয়েছে। প্রশাসনের কাজকর্ম দেখে খুশি মুখ্যমন্ত্রী। প্রশংসা করলেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিক ও পুলিশকর্তাদের। যাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধারকার্যে শামিল হয়েছিলেন, সেইসব বীর যোদ্ধাদের পুরস্কৃতও করেন তিনি।

রবিবার রিভিউ মিটিংয়ের পর মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ ও প্রশাসন দারুণ কাজ করেছে। একশোতে একশো পেয়েছে প্রশাসন। পুলিশের কর্মতৎপরতায় দ্রুত বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। ফল এত বিপর্যয়ের পরও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। এর জন্য পুরো কৃতিত্ব জেলা পুলিশের। বিপর্যয়ের পরেই প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিদের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য জেনে প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন তা পর্যালোচনা করেন। এলাকা পুনর্গঠনের জন্য সংশ্লিষ্ট দফতরের প্রধান সচিবদের দায়িত্ব দেন। পানীয় জলের ব্যবস্থাকে দ্রুত স্বাভাবিক করার নির্দেশ দেন। কৃষকদের ক্ষতির পরিমাণ দ্রুত সমীক্ষা করতে বলেন। ত্রাণ বিলির অবস্থার খোঁজ নেন মুখ্যমন্ত্রী। নিজেদের জীবন বাজি রেখে দুর্গতদের উদ্ধারকাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন যাঁরা, তাঁদের পুরস্কৃত করেন। তার মধ্যে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মী ও বনবিভাগের কর্মীরাও রয়েছেন। আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালের কাছে থেকে এলাকার পরিস্থিতির খোঁজ নেন।

একদিনেই একশো, বিজয়া সম্মিলনীর রেকর্ড তৃণমূলের

■ মন্ত্রী জাভেদ খানের উদ্যোগে কসবা বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের বিজয়া সম্মিলনী। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ মালা রায়, মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, বরো চেয়ারম্যান চৈতালি চট্টোপাধ্যায়, মণীশ গুপ্ত-সহ অন্যরা।

প্রতিবেদন : একদিকে উত্তরের বন্যা ও দুর্যোগবিধ্বস্ত এলাকায় ত্রাণ বিলি। অন্যদিকে, রাজ্যজুড়ে ব্লকে-ব্লকে বিজয়া সম্মিলনী কর্মসূচি পালন। ৫ অক্টোবর থেকে শনিবার পর্যন্ত, ৭ দিনে বাংলা জুড়ে ১৩৫টি ব্লকে স্থানীয় নেতৃত্বের তরফে বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়েছে। আর রবিবার, একদিনেই রাজ্যের ১০০টি ব্লকে বিজয়া কর্মসূচি পালন করল তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যজুড়ে তৃণমূল-স্তরে সাংগঠনিক শক্তি কতটা মজবুত না হলে এই বিরাট কর্মকাণ্ড সফল করা যায়! এতেই প্রমাণ হয়, তৃণমূল কংগ্রেস গোটা বাংলার ঘরে-ঘরে পৌঁছে গিয়েছে।

একদিকে যেখানে বিজেপি লোকজন ও সাংগঠনিক শক্তির অভাবে বিজয়ায় কোনওরকম উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন পর্যন্ত করতে পারেনি, সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে বিজয়া সম্মিলনীর কর্মসূচি পালন করছে। শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে বিজয়া সম্মিলনীর মাধ্যমে ছাব্বিশের আগে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ আরও নিবিড় করছে স্থানীয় নেতৃত্ব। সামগ্রিকভাবে বিজয়া সম্মিলনী কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে রাজ্য জুড়ে দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা শপথ নিচ্ছেন ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে বাংলা-বিরোধী বিজেপিকে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়া হবে না।

গত এক সপ্তাহের মতো রবিবারও উত্তরের পাহাড় থেকে দক্ষিণের সুন্দরবন— সর্বত্র তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনীতে উপচে-পড়া ভিড় ছিল। রবিবাসরীয় সন্ধ্যায় কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, দুই দিনাজপুর, বীরভূম, বর্ধমান, মালদহ, মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন বিজয়া সম্মিলনীতে ছিলেন সাংসদ-মন্ত্রী-বিধায়ক ও যুব নেতৃত্ব। সোনারপুর দক্ষিণ ও গড়বেতায় তৃণমূলের বিজয়া কর্মসূচিতে রাম-বাম ছেড়ে শতাধিক মানুষ হাতে জোড়াফুলের পতাকা তুলে নিয়েছেন। সোমবারও রাজ্যজুড়ে চলবে বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠান। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ কার্যালয়েও বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৈধ ভোটারের নাম বাদ যাওয়া নিয়ে হুঁশিয়ারি সাংসদ পার্থর

■ বনগাঁর গোপালনগরের পাল্লাতে বিজয়া সম্মিলনী। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ পার্থ ভৌমিক, বিশ্বজিৎ দাস, নারায়ণ ঘোষ-সহ স্থানীয় নেতৃত্ব।

সংবাদদাতা, বনগাঁ : বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে পাড়ার বিজেপি নেতাদের গামছা দিয়ে বাঁধার নিদান দিলেন সাংসদ পার্থ ভৌমিক। এদিন গোপালনগরের পাল্লাতে তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনী থেকে অসুরের সঙ্গে বিজেপিকে তুলনা করলেন তিনি।

উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগর ২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পাল্লা উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিজয়া সম্মিলনীতে উপস্থিত ছিলেন বারাকপুরের তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ পার্থ ভৌমিক, বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস, আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি নারায়ণ ঘোষ সহ অন্যরা। পার্থ ভৌমিক বলেন, বিজেপি নেতারা চার বছর পরে এই বছর দিল্লি থেকে দুর্গাপুজোয় এসেছিলেন কারণ আগামী বছর ভোট। মা দুর্গাকে বলছেন, মা জিতিয়ে দাও। একই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, অসুরের সঙ্গে মা দুর্গা থাকেন না। একইসঙ্গে তিনি বলেন, বৈধ ভোটারের নাম কাটলে গামছা দিয়ে পাড়ার বিজেপি নেতাদের বেঁধে ভোটে নাম তুলতে বলবেন।

বরানগর খুনে ধৃত আরও ১

প্রতিবেদন : বরানগরের স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে গ্রেফতারির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৮। রবিবার বিহারের নওদা থেকে আরও একজনকে গ্রেফতার করলেন বারাকপুর কমিশনারেটের গোয়েন্দারা। এই আটজনকে জেরা করে বাকিদের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। কলকাতার মুচিপাড়ার বাসিন্দা সৌরভ দাসকে আজ ট্রানজিট রিমান্ডে বারাকপুরে নিয়ে যাওয়া হবে। পুলিশ সূত্রে খবর, শংকর জানাকে খুন ও সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনায় ভিনরাজ্য থেকে আসা দুষ্কৃতীদের গাইড হিসাবে কাজ করেছিল এই সৌরভ। এমনকী কোন রাস্তা দিয়ে পালাতে হবে তার রেইকিও করেছিল সে।

■ দত্তপুকুর ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতে রবিবার অনুষ্ঠিত হল পালস্ পোলিও শিবির। শিবিরে শিশুদের পোলিও খাওয়ালেন বারাসতের মহকুমা শাসক সোমা দাস। ছিলেন জেলাশাসক শরদকুমার দ্বিবেদী, বারাসত ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হালিমা বিবি।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য বিকৃত করে অপপ্রচার

(প্রথম পাতার পর) নজর দেওয়া উচিত। কারণ এলাকাটি জঙ্গলে ঘেরা। সব জায়গায় পুলিশ থাকা সম্ভব নয়। ফলে প্রাথমিক দায়িত্ব বেসরকারি কলেজগুলিকেই নিতে হবে। তারা এক্ষেত্রে সেই দায়িত্ব পালন করেনি। মুখ্যমন্ত্রীর এই কথাগুলিকে 'এডিট' করেই শুরু হয় বিকৃত অপপ্রচার। উত্তরবঙ্গে পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রী পুরো ঘটনাটি জানতে পারেন। ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী পাল্টা বলেন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমার কথাকে বিকৃত করা হচ্ছে। এটা ঠিক নয়। আমি ভাত খাই বলেছি আর লেখা হচ্ছে আমি ভাত, এটা কী করে হয়? অন্যরা সাংবাদিকদের সঙ্গে কথাই বলতে চান না। আমি তো সব সময় কথা বলি। তাহলে এই বিকৃত অপপ্রচার কেন করা হবে?

যে বিজেপি এই বিকৃত নোংরা খেলায় নেমেছে, তাদের কাছে প্রশ্ন, অপরাজিতা বিল কেন ছাড়া হচ্ছে না? মহিলা সুরক্ষায় এই বিল দেশের কাছে নজির। সেই বিজেপি যখন কুৎসা এবং সমালোচনায় নামে তাদেরকে জবাব দিতে হবে কেন তাদের রাজ্যে ধর্ষণ-খুনের ঘটনা ঘটলে বিচার পাওয়া যায় না। ধর্ষিতা কোর্টে যেতে গেলে তাকে প্রকাশ্যে পুড়িয়ে খুন করে দেওয়া হয়। আর বাংলায় দু'মাসের মধ্যে চার্জশিট দিয়ে দ্রুত শাস্তির ব্যবস্থা করে। এই পার্থক্যটা মাথায় রাখতে হবে। কেউ কেউ উত্তরপ্রদেশ মডেল বলছেন। রবিবারই প্রকাশ্য রাস্তায় ধর্ষিত হয়েছেন তরুণী। প্রতিদিন রাজ্য জুড়ে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। কোন মডেল সামনে রাখতে চাইছে বিজেপি? ওড়িশায় সি-বিচের ওপর মহিলা পর্যটক ধর্ষিত হন। কোথায় থাকে তখন বিজেপির ন্যায় বিচার? উন্নাও-হাথরস, বিলকিস বানো ঘটনার পর বিজেপি রাজ্যে এবং দুর্বৃত্তরা প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই বিজেপির কাছে বাংলা অন্তত কোনও জ্ঞানের কথা শুনবে না।

দুর্গাপুরের ঘটনা নিন্দনীয় সকলেই বলছেন। মাথায় রাখতে হবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্তরা গ্রেফতার হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী কড়া শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। মহিলাদের বিরুদ্ধে যে কোনও ঘটনায় কাউকেই যে রেয়াত করা হবে না, জিরো টলারেন্স নীতি স্পষ্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে বেসরকারি স্কুল-কলেজগুলিকেও পড়ুয়াদের নিরাপত্তা এবং নিয়মানুবর্তিতার উপর নজর দিতে হবে। কেন্দ্রের রিপোর্টই বলছে, দেশের মধ্যে মহিলারা সবচেয়ে বেশি সুরক্ষিত বাংলাতে। বিরোধীদের বিকৃত অপপ্রচারে সেই তথ্য কখনও মিথ্যা হতে পারে না।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সিঙ্গুরে বিজয়া সম্মিলনীতে বেচারাম মান্না, ডাঃ শর্মিলা সরকার, অরিন্দম গুঁই

সৌজন্যে অভিষেকের দূত, প্রাণ ফিরে পেলেন হাওড়ার সনাতন

সংবাদদাতা, হাওড়া : কথা দিলে কথা রাখেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রমাণ মিলল আরও একবার। অভিষেকের দূত-এর তৎপরতায় প্রাণ ফিরে পেলেন ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধ। মধ্য হাওড়ার ৩০ নং ওয়ার্ডের রামচন্দ্র দাস লেনের বাসিন্দা সনাতন অধিকারী। মন্ত্রী অরূপ রায়ের তত্ত্বাবধানে ও মধ্য হাওড়া কেন্দ্র যুব তৃণমূল কংগ্রেসের ‘অভিষেকের দূত’-এর তৎপরতায় স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে সম্পূর্ণ নিখরচায় তাঁর জটিল অস্ত্রোপচার হল। পুজোর সময় হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন সনাতনবাবু। তখনই তাঁর ছেলে বিশ্বজিৎ মধ্য হাওড়ায় ‘অভিষেকের দূত’ হিসেবে কাজ করতে থাকা যুব তৃণমূল সভাপতি অভিষেক চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হন। অভিষেক তৎক্ষণাৎ বিষয়টি স্থানীয় বিধায়ক ও মন্ত্রী অরূপ রায়ের নজরে আনেন। অরূপ রায় পিজি হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক ও চিকিৎসক সিরাজ আহমেদের সঙ্গে কথা বলে সমস্ত ব্যবস্থা করেন। সনাতনের পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপের দিকে যেতে থাকায় পিজি হাসপাতালে কিছুদিন অপেক্ষা করে অস্ত্রোপচার করার মতো শারীরিক অবস্থা ছিল না তাঁর। এই অবস্থায় চিকিৎসক সিরাজ আহমেদের সহযোগিতায় কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে সম্পূর্ণ নিখরচায় স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে তাঁর হার্টের অপারেশন হয়। তাঁর অবস্থা এখন স্থিতিশীল। যুব তৃণমূলের সভাপতি অভিষেক চট্টোপাধ্যায় বলেন, ওই বৃদ্ধের ছেলে আমাদের বিষয়টি জানাতেই আমরা তৎপর হই। অত্যন্ত গরিব ওই পরিবারের লক্ষাধিক টাকা খরচা করে অপারেশন করানোর আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। সেইসঙ্গে পরিস্থিতি জটিল থাকায় পিজি হাসপাতালে কিছুদিন অপেক্ষা করে অপারেশন করানোর মতো সময়ও হাতে ছিল না। সেই কারণেই আমরা বিষয়টি মন্ত্রী অরূপ রায়ের নজরে আনতেই তাঁর উদ্যোগে বেসরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে নিখরচায় ওই বৃদ্ধের অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যাপারে পিজি হাসপাতালের বিশিষ্ট শল্য-চিকিৎসক সিরাজ আহমেদও যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

সনাতন অধিকারী।

পরীক্ষার্থীর পাশে দাঁড়াল পুলিশ

সংবাদদাতা, হুগলি : পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর পদে পরীক্ষা দিতে এসে ভুল করে অন্য স্টেশনে নেমে পড়েছিলেন। ত্রাতা হয়ে পাশে দাঁড়ালেন সেই পুলিশকর্মী। পূর্ব বর্ধমানের সুরজকুমার সাউ ভুল করে অন্য স্টেশনে নেমে পড়েন। সঠিক কেন্দ্রে পৌঁছনোর মতো অর্থও ছিল না তাঁর কাছে। সেই সময় ‘ফরিস্তা’ হয়ে পাশে দাঁড়ালেন পুলিশ অফিসার। ঘটনাটি ঘটেছে চুঁচুড়া থানা এলাকায়। সুরজের পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল ব্যান্ডেলের সাহাগঞ্জ শ্যামাপ্রসাদ জাতীয় বিদ্যালয়ে। কিন্তু তিনি ভুল করে নেমে পড়েন চুঁচুড়া স্টেশনে। ভুল বুঝতে পেরে টহলরত পুলিশ ভ্যানের কাছে গিয়ে সাহায্য চান। প্রথমে টোটোর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু পর্যাপ্ত টাকাও ছিল না তাঁর কাছে।

এরপরই আর দেরি না করে পুলিশ আধিকারিক সমীর কর্মকার সিদ্ধান্ত নেন পুলিশের ভ্যান করেই সুরজকে পৌঁছে দেবেন নির্দিষ্ট পরীক্ষাকেন্দ্রে। তারপরই সুরজকুমারকে পৌঁছে দেন সাহাগঞ্জ শ্যামাপ্রসাদ জাতীয় বিদ্যালয়ে। নির্দিষ্ট সময়েই পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছেছেন সুরজ। পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করার আগে তিনি বলেন, আমার পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল সাহাগঞ্জ শ্যামাপ্রসাদ জাতীয় বিদ্যালয়। কিন্তু অন্য জায়গায় নেমে পড়ি। পুলিশের সাহায্যে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছেছি।

কমিশনের নির্দেশ

প্রতিবেদন : রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের ইআরও নিয়োগ নিয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশন কড়া অবস্থান নিল। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালকে চিঠি দিয়ে কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে শুধুমাত্র সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট, সাব-ডিভিশনাল অফিসার বা রাজস্ব বিভাগের রেভিনিউ ডিভিশনাল অফিসার পদমর্যাদার আধিকারিকদের ইআরও হিসাবে নিয়োগ করতে হবে। নির্দিষ্ট পদমর্যাদার বাইরে অন্য কোনও আধিকারিককে ইআরও করা যাবে না। কমিশনের চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে ইতিমধ্যে ৬৮টি বিধানসভা কেন্দ্রে এসডিএম বা এসডিও-দের ইআরও হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। তবে ৭৮টি বিধানসভা কেন্দ্রে এই নিয়ম মানা হয়নি।

নাবালিকার অশ্লীল ভিডিও তুলে ব্ল্যাকমেলিং, গ্রেফতার বাবা-ছেলে

সংবাদদাতা, হাড়োয়া : রিলসের জন্য ভিডিও তুলে ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি। ব্ল্যাকমেল করে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ। গ্রেফতার অভিযুক্ত সায়ন মণ্ডল(১৮) এবং বাবা অরবিন্দু মণ্ডল (৪৮)। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার বাছরা মোহনপুর এলাকায়। অভিযোগ, বছর ১৫-র নবম শ্রেণির ছাত্রীকে নাচ-গানের ভিডিও বানানোর নাম করে নোংরা ভিডিও বানিয়ে বলপূর্বক ধর্ষণ করে সায়ন। নাবালিকা ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে হাড়োয়া থানার পুলিশ পকসো আইনে গ্রেফতার করেছে সায়নকে। একই এলাকায় বাড়ি থাকায় ওই নাবালিকা ছাত্রীর সঙ্গে অভিযুক্তের পরিচয় হয়। ব্ল্যাকমেল করতে থাকে। নির্যাতিতার অভিযোগ, সায়ন জোরপূর্বক তাঁকে সিঁদুর পরায়। এমনকী সায়নের বাবাও নাবালিকাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যে দু’জনকেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। দু’জনকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশি হেফাজতে নির্দেশ দেন।

রাজ্য থেকে বর্ষা বিদায় পর্ব শুরু

প্রতিবেদন : বাংলায় শুষ্ক আবহাওয়ার শুরু। প্রস্তুতি বর্ষাবিদায়ের। মঙ্গলবার থেকেই আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে। স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা কিছু এলাকায়। বৃষ্টির সম্ভাবনা অনেকটাই কমবে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী দু’-তিন দিনে ফের সক্রিয় হবে বর্ষাবিদায় রেখা। দক্ষিণে ভারী বৃষ্টির আর কোনও সম্ভাবনা নেই। মূলত পরিষ্কার আকাশ। কখনও আংশিক মেঘলা আকাশ। স্থানীয়ভাবে বৃষ্টি হতে পারে। তবে সেই সম্ভাবনা সামান্য। সোমবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে। মঙ্গলবার কিংবা বুধবারে বর্ষাবিদায় পর্ব সম্পূর্ণ শুরুর সম্ভাবনা বাংলা থেকে। উত্তরেও আবহাওয়ার উন্নতি। মূলত রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ থাকবে। পার্বত্য এলাকায় স্থানীয়ভাবে বিক্ষিপ্ত হালকা বৃষ্টি। উপরের দিকের পাঁচ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে দু’-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা রয়েছে।

পূর্ব ভারতের সেরা বাংলার ছেলে সায়ন

সংবাদদাতা, ক্যানিং: গোটা পূর্ব ভারতে বাংলার ছেলের সাফল্য। ক্যানিংয়ের তালদি বয়ারসিং গ্রামের বাসিন্দা সায়ন নস্কর নিজের পরিবারের পাশাপাশি রাজ্যের নামও উজ্জ্বল করেছে। আইটিআই পরীক্ষায় গোটা পূর্ব ভারতের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে সে। ক্যানিং ১ ব্লক গভর্নমেন্ট আইটিআই কলেজ থেকে সে কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেড পরীক্ষায় ৬০০র মধ্যে ৬০০ নম্বর পেয়েছে। গত ৪ অক্টোবর দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কৃতী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্যানিংয়ের সায়নকেও পুরস্কৃত করেন প্রধানমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যে যে ৫ জন সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপককে ডাকা হয়, তার মধ্যে সায়ন ছিল অন্যতম।

ক্যানিংয়ের তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের বয়ারসিং গ্রামের বাসিন্দা পেশায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সুব্রত নস্কর ও আশাকর্মী রিনা নস্করের একমাত্র সন্তান সায়ন। সায়ন ছোটবেলা থেকেই মেধাবী। তালদি মোহনচাঁদ হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর ক্যানিংয়ের বঙ্কিম সর্দার কলেজ থেকে বিএ পাশ করে। এরপর এক বছরের জন্য এই সরকারি আইটিআই কলেজে ভর্তি হয় সে। সারা দেশের মধ্যে মোট ৪৬ জন কৃতীকে পুরস্কৃত করেন প্রধানমন্ত্রী।

বাড়িতে মায়ের সঙ্গে সায়ন নস্কর।

বারুইপুর পশ্চিম তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে বিজয়া সম্মিলনী। রয়েছেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী, জয়ন্ত ভদ্র, গৌতম দাস-সহ অন্যরা।

৩০ নং ওয়ার্ডে বিজয়া সম্মিলনী। রয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম, আইএনটিটিইউসি’র রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার। রবিবার।

বালি কেন্দ্র তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনী। উপস্থিত ছিলেন দুই মন্ত্রী পুলক রায় ও অরূপ রায়, বিধায়ক গৌতম চৌধুরি, বিধায়ক ডাঃ রানা চট্টোপাধ্যায়, যুবনেতা কৈলাস মিশ্র, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়-সহ দলীয় নেতৃত্ব।

কোন্নগর শহর তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনী। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ শর্মিলা সরকার, বিধায়ক সুদীপ্ত রায়, পুরপ্রধান স্বপন দাস-সহ নেতৃত্ব।

বিধায়ক সীতানাথ ঘোষের উদ্যোগে জগৎবল্লভপুরের ৩৬০টি পুজো কমিটিকে শারদ সম্মান। রবিবার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, কবি সুবোধ সরকার, অজয় ভট্টাচার্য-সহ অন্যরা।

অশোকনগর শহর তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনী। ছিলেন জেলা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী-সহ অন্যরা।

রাজ্য জুড়ে তৃণমূলের রবিবাসরীয় বিজয়া সম্মিলনীতে নেতা-কর্মীরা

■ রবিবার বারাসত সাংগঠনিক জেলা কমিটির বিজয়া সম্মিলনীর প্রস্তুতি ও ভোটার তালিকা নিয়ে বৈঠক হল মধ্যমগ্রাম জেলা কার্যালয়ে। ছিলেন বারাসতের সাংসদ তথা বারাসত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ডাঃ কাকলি ঘোষদস্তিদার, মন্ত্রী রথীন ঘোষ, বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়, অরুণ ভৌমিক, আরসাদ উদ জামান, ধীমান রায়-সহ অন্যরা।

■ রবিবার কসবা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজয়া সম্মিলনী। বক্তব্য রাখছেন মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়। রয়েছেন মন্ত্রী জাভেদ খান, বিধায়ক দেবাশিস কুমার, প্রাক্তন সাংসদ মণীশ গুপ্ত, কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ, যুবনেতা সার্থক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ দলীয় নেতৃবৃন্দ।

■ দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজার বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনী। উপস্থিত সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, বিধায়ক সমীর কুমার জানা, যোগরঞ্জন হালদার, জয়দেব হালদার-সহ দলীয় নেতৃত্ব।

■ রবিবার মহেশতলা বিধানসভা কেন্দ্রে বিজয়া সম্মিলনী। ছিলেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, বিধায়ক দুলালচন্দ্র দাস, শক্তি মণ্ডল, আবু তালেব মোল্লা-সহ দলীয় নেতৃত্ব।

■ সাঁকরাইল কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনী। রয়েছেন পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, বিধায়ক প্রিয়া পাল, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, অরূপেশ ভট্টাচার্য-সহ অন্যরা।

■ শিবপুর কেন্দ্রে বিজয়া সম্মিলনী। ছিলেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ও বিধায়ক মনোজ তিওয়ারি, সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, অরবিন্দ দাস, মহেন্দ্র শর্মা-সহ অন্যরা।

■ বসিরহাটের ধামাখালি গেস্ট হাউস মাঠে বিজয়া সম্মিলনী। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুকুমার মাহাতো, জেলা সভাপতি বুরহানুল মুকাদ্দিম, ব্লক সভাপতি দিলীপ মল্লিক, যুব নেত্রী জয়া দত্ত, মিজানুর রহমান-সহ দলীয় নেতৃত্ব।

■ সোনারপুর দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজয়া সম্মিলনীতে বিজেপি ছেড়ে ৬০ জন সহকর্মী নিয়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন প্রতাপনগরের বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য কার্তিক সর্দার। তার হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন জেলা সভাপতি শুভাশিস চক্রবর্তী, রাজ্য মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী, বিধায়ক লাভলি মৈত্র, রাজপুর টাউন সভাপতি শিবনাথ ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বলাই বারিক প্রমুখ।

■ মগরাহাট পশ্চিম ব্লকের বিজয়া সম্মিলনী। ছিলেন গিয়াসউদ্দিন মোল্লা, মুজিবর রহমান

■ বনগাঁর পুরোহিত সমাজের এক সংগঠনের তরফে বিজয়া সম্মিলনী। ছিলেন বনগাঁর পুরপ্রধান গোপাল শেঠ, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি নারায়ণ ঘোষ, কাউন্সিলর দীপালি বিশ্বাস-সহ অন্যরা।

■ পাঁচলা কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মিলনী। রয়েছেন যুবনেত্রী প্রিয়দর্শিনী ঘোষ, জেলা সভাপতি ও বিধায়ক গৌতম চৌধুরি, বিধায়ক গুলশন মল্লিক-সহ অন্যরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

13 October, 2025 • Monday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

জেলায় জেলায় সাড়ম্বর পালিত হল তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনী

■ বালুরঘাট ব্লকে শহরের নাট্যমন্দির মঞ্চে অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্রেতাসুরক্ষা মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র, জেলা তৃণমূল সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল, বিধায়ক তোরাফ হোসেন মণ্ডল, মলয় মণ্ডল, অশোক মিত্র, সুভাষ চাকী প্রমুখ।

■ পাঁশকুড়া ও কোলাঘাটে তৃণমূল মুখপাত্র সুদীপ রাহা, মন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী, জেলা সভাপতি সুজিত রায় প্রমুখ।

■ ডালখোলায় জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল। প্রধান বক্তা ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন প্রমুখ।

■ চাকুলিয়ার সূর্যাপুর হাই স্কুলে মন্ত্রী গোলাম রব্বানি, জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল, বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ প্রমুখ।

■ কালিয়াচক ২ নং ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে মোথাবাড়ি সুকান্ত ভবনে হল শারদ সম্মাননা, বিজয়া সম্মিলনী ও সম্প্রীতি সভা। ছিলেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, তৃণমূল মুখপাত্র ঋজু দত্ত, জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বক্সি, সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, জেলা যুব সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস প্রমুখ।

■ বোলপুরে তৃণমূলের দলীয় অফিসে দেবাংশু ভট্টাচার্য ও সাংসদ অসিত মাল।

■ ধুলিয়ান টাউন তৃণমূলের উদ্যোগে বড় তরফ ময়দানে অনুষ্ঠানে সাংসদ খলিলুর রহমান, বিধায়ক আমিরুল ইসলাম, ইনজামুল ইসলাম প্রমুখ।

■ ইলামবাজারের অনুষ্ঠানে উপস্থিত অনুব্রত মণ্ডল, চন্দ্রনাথ সিনহা, বিকাশ রায়চৌধুরি-সহ তৃণমূল নেতৃত্ব।

■ পটাশপুর ১ ব্লকে বিধায়ক উত্তম বারিক, জেলা সভাপতি পীযূষকান্তি পণ্ডা প্রমুখ।

■ দুর্গাপুরে ২ ব্লকে মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ।

■ দাসপুর ১ ব্লকের বিবেকানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়ে রাজ্য তৃণমূল মুখপাত্র ঋজু দত্ত, জেলা সভাপতি অজিত মাইতি, চেয়ারম্যান রাধাকান্ত মাইতি, রাজ্য নেতা আশিস হুদাইত, যুব সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তী, শ্রমিক নেতা সনাতন বেরা, বিধায়ক মমতা ভুঁইয়া, তৃণমূল ছাত্র পরিষদে সভাপতি সৈয়দ মিলু, ব্লক তৃণমূল সভাপতি সুনীল ভৌমিক প্রমুখ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ট্রাফিক ডিউটিরত দুই সিভিক ভলান্টিয়ারকে ধাক্কা দিল অ্যাম্বুল্যান্স। নাম রাজকুমার ঘোষ (৩৮) ও শবনম পারভিন (৩৪)। রবিবার, হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত ভিঙ্গোল গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়তলা এলাকায়

আমার বাংলা
13 October, 2025 • Monday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

বিধায়কের বিশেষ মেডিক্যাল ক্যাম্পে হাজির হাজার মানুষ

মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা পেল উদ্যোগ

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : বন্যাদুর্গতদের স্বাস্থ্যের সমীক্ষা করতে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালের উদ্যোগে শালকুমার মুন্সিপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এক মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়, রবিবার। সেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবা নেন আলিপুরদুয়ার ১ নম্বর ব্লকের বন্যাদুর্গত এলাকার প্রায় এক হাজার মানুষ। সহায়তা করে প্রোগ্রেসিভ ডক্টর অ্যাসোসিয়েশন ও আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল। মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের কথা জানতে পেরে, জেলার ফ্লাড রিভিউ প্রশাসনিক বৈঠকে বিধায়কের এই উদ্যোগকে প্রশংসায় ভরিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি সুমনের কাছে এলাকার মানুষের খোঁজখবরও নেন। স্বাস্থ্যশিবিরে প্রায় প্রতিটি বিভাগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা ছিলেন। সুমন জানান, বন্যা-পরবর্তী অবস্থায় দুর্গত এলাকায় নানান রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। বন্যাদুর্গতদের যাতে ওই পরিস্থিতির মধ্যে না পড়তে হয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে প্রায় এক হাজার মানুষ পরিষেবা নিয়েছেন।

■ স্বাস্থ্যশিবিরে রোগীদের সঙ্গে সুমন কাঞ্জিলাল। রবিবার।

রতুয়ায় বিজেপিতে দলত্যাগের হিড়িক

■ উত্তর মালদহের রতুয়া বিধানসভায় বিজেপির নবগঠিত ৪ নং মণ্ডল কমিটি ঘিরে চরম অসন্তোষ। তার জেরেই একযোগে দলীয় সমস্ত পদ থেকে পদত্যাগ করলেন রতুয়ার একাধিক বিজেপি নেতা। অভিযোগ, দলের জেলা নেতৃত্ব স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে মণ্ডল কমিটি গঠন করেছেন, কর্মীদের মতামত উপেক্ষা করেই। তাঁরা একাধিকবার উত্তর মালদহ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি প্রতাপ সিংহের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু নেতৃত্বের তরফে সদুত্তর না মেলাতেই মণ্ডল সভাপতি শঙ্কর সরকার, সহ-সভাপতি নবকুমার মণ্ডল,রবীন্দ্রনাথ সাহা প্রমুখ পদত্যাগ করেন এবং জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে মর্জিমাফিক দল চালানোর অভিযোগ তোলেন।

নয়নজুলিতে বাস মৃত ১, আহত ১১

■ অতি দ্রুতগতির জেরে ফের ভয়াবহ দুর্ঘটনা। রবিবার দুপুরে মালদহ নালাগোলা রাজ্য সড়কে। হবিবপুরের বুলবুলচণ্ডী দেবীপুর এলাকায় যাত্রীবোঝাই একটি বেসরকারি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা নয়নজুলিতে উল্টে পড়ে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় একজনের, মৃতের নাম রনি বর্মন। আহত হয়েছেন আরও ১১ জন যাত্রী। গ্রামপঞ্চায়েতের সদস্য রাজীব ডাগা জানান, নালাগোলা থেকে মালদহ শহরমুখী বাসটি আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে নয়নজুলিতে পড়ে যায়। স্থানীয়রা ও হবিবপুর থানার পুলিশ উদ্ধারকাজে নামেন। আহতদের গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, পরে আশঙ্কাজনক কয়েকজনকে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

দার্জিলিংয়ের ত্রাণ শিবির পরিদর্শন

■ দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক (ভূমি ও ভূমিসংস্কার), জিটিএ উপ-চেয়ারম্যান এবং বিডিও জোরবাংলো সুখিয়াপোখরিতে পঞ্চায়েত সমিতি এবং চন্দ্রমক্কুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ত্রাণশিবিরটি পরিদর্শন করেন। ৭০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত মোট ২৯টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ত্রাণ আশ্রয়ে বসবাস করছেন। পরিদর্শনকালে, দলটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে খাদ্য উপকরণ এবং পোশাক ইত্যাদি বিতরণ করেন। শিক্ষার্থীদের শিক্ষার উপকরণ ও বইপত্র দেন। যাঁদের আইডি কার্ড নষ্ট হয়েছে, সেগুলি পুনরায় দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

স্বাস্থ্য শিবিরে প্রধান সচিব

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বন্যার পর রাজ্য সরকারের মানবিক উদ্যোগে শুরু হয়েছে বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দফতরের পক্ষ থেকে চালু করা এই বিশেষ শিবিরে প্রতিদিনই ভিড় উপচে পড়ছে দুর্গত মানুষদের। তাঁরা পাচ্ছেন বিনামূল্যে চিকিৎসা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যপরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ। শনিবার ধূপগুড়ি ও মাল মহকুমার একাধিক বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শনে যান স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দফতরের প্রধান সচিব নারায়ণ নিগম। সঙ্গে ছিলেন জেলা পরিষদের অতিরিক্ত জেলাশাসক রৌনক আগরওয়াল, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার প্রমুখ। প্রধান সচিব নিজে ক্যাম্পে উপস্থিত হয়ে দুর্গত মানুষদের সঙ্গে কথা বলেন, তাঁদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং পাশে থাকার আশ্বাস দেন। একই সঙ্গে তিনি চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদেরও প্রশংসা করেন। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, বলেন, বন্যার পরে ডায়েরিয়া, জন্ডিস, চর্মরোগের আশঙ্কা বাড়ে। তাই প্রতিটি ক্যাম্পে প্রয়োজনীয় ওষুধ মজুত রাখা হয়েছে। চিকিৎসক দল প্রতিদিন গ্রামাঞ্চলে গিয়ে পরিষেবা দিচ্ছে। পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় চলছে জল পরিশোধন ও মশানিয়ন্ত্রণ অভিযানও।

রিয়ার পাশে তৃণমূল

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : উত্তরবঙ্গে জল নামলেও ক্ষতচিহ্ন এখনও রয়ে গিয়েছে গ্রামে গ্রামে। তবে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তৃণমূল নেতৃত্ব ও প্রশাসনের মানবিক উদ্যোগে আলো জ্বলছে নতুন করে। ধূপগুড়ি মহকুমার গাধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের কুল্লাপাড়ার রিয়া সরকার সেই আলোর এক প্রতীক। বাবা রূপময় সরকার দিনমজুরি করে সংসার চালান। রিয়ার স্বপ্ন নার্স হওয়ার। বন্যায় ভেসে গিয়েছে বইপত্র, অ্যাডমিট কার্ড সবকিছুই। এই অবস্থায় হতাশ রিয়ার পাশে দাঁড়ায় তৃণমূল নেতৃত্ব। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য মমতা বৈদ্য সরকার, দীনেশ মজুমদার এবং ধূপগুড়ি গ্রামীণ ব্লক যুব তৃণমূল সভাপতি ধরণী রায় বাড়ি গিয়ে রিয়ার সঙ্গে কথা বলে বুঝে তাঁর পড়াশোনার যাবতীয় উপকরণের ব্যবস্থা করেন। নতুন করে অ্যাডমিট কার্ড হাতে পাবে রিয়া। রিয়ার বাবা বলেন, ভাবছিলাম মেয়েটা আর পরীক্ষা দিতে পারবে না। তৃণমূল নেতৃত্ব যেভাবে পাশে দাঁড়াল, সেটা কখনও ভুলব না।

জলদাপাড়ায় হলংয়ে হল নতুন সেতু

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : গত রবিবারের বিপর্যয়ে ভুটান থেকে নেমে-আসা জলের স্রোতে ভেসে যায় হলং নদীর ওপর থাকা কাঠের সেতুটি। যে সেতুর ওপর দিয়েই পর্যটকদের প্রবেশ করতে হয় জলদাপাড়া সরকারি ট্যুরিস্ট লজ অরণ্য ট্যুরিজম প্রপার্টিতে। ফলে সেই সময় ট্যুরিস্ট লজে আটকে পড়েছিলেন বেশ কিছু পর্যটক। তাঁদের হাতির পিঠে চড়িয়ে ও পে-লোডার দিয়ে ট্যুরিস্ট লজ থেকে আনা হয়েছিল মাদারিহাটে। শনিবার হলং নদীর ওপর একটি বিকল্প সেতু তৈরি করে ফেলেছে বন দফতর। রবিবার জেলায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। তার আগেই সেতু তৈরি হওয়ায় খুশি পর্যটক থেকে শুরু করে সকলেই।

চারদিন বন্ধ জাতীয় সড়ক

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : ১৩ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর— এই চারদিন বন্ধ থাকবে পশ্চিমবঙ্গ সিকিম সড়ক। ৪ অক্টোবর শনিবারের ভয়াবহ বৃষ্টি ও ধসে বিধ্বস্ত দার্জিলিং-কালিম্পং ও সিকিম। ধস নেমেছে শিলিগুড়ি-সিকিম ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের বিস্তীর্ণ এলাকায়। সেই সড়ক মেরামতির জন্য চার দিন রাস্তা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রবল বর্ষণে ২৯ মাইল থেকে গেলখোলা পর্যন্ত একাধিক জায়গায় ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়। এই চারদিন জাতীয় সড়ক দিয়ে যানবাহন চলাচল করতে দেওয়া হবে না। ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের তরফে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ১৩ অক্টোবর দুপুর ১টা থেকে ১৬ অক্টোবর সন্ধে ৬টা পর্যন্ত সেবক থেকে রংপো পর্যন্ত ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে সমস্ত যান চলাচল বন্ধ থাকবে। ফলে দুর্ভোগের আশঙ্কায় সিকিমবাসী। যদিও পর্যটকদের ঘুরপথে যাতায়াতের ব্যবস্থা করছে কালিম্পং জেলা প্রশাসন।

দুর্যোগ কাটিয়ে স্বাভাবিক উত্তর

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের কালো মেঘ কাটিয়ে ফের ছন্দে ফিরছে পাহাড়। শারদোৎসবের পরেই বিপর্যয়ের কালো মেঘ ঘনিয়েছিল উত্তরের আকাশ জুড়ে, মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়েছিল পর্যটন। দুর্দিন কাটিয়ে কালো মেঘের আস্তরণ সরিয়ে ফের উঁকি দিচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘার ঘুমন্ত সোনালি বুদ্ধ। ৪ অক্টোবর প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ধস, বন্যায় বিপুল ক্ষতির মুখে পড়েছে মিরিক মহকুমার পেডং, রামডাং ও লাভা। প্রাণ হারিয়েছেন ২৪ জন, নিখোঁজ বহু মানুষ। মিরিকে যাওয়ার জন্য ঘুম ও সোনাদা রুটের রাস্তা খোলা রয়েছে। সাময়িক বেশ কিছু রাস্তা বন্ধ থাকলেও ফের পর্যটনকে চাঙ্গা করতে তৎপর পর্যটন দফতর। স্থানীয় প্রশাসন ও ট্যুর অপারেটররাও আশ্বাস দিচ্ছেন দার্জিলিং গিয়ে উঠুন, কোনও বাধা নেই। দার্জিলিংয়ে যাওয়ার মূল সড়ক হিলকার্ট রোড, পাংখাবাড়ি সম্পূর্ণভাবে খোলা। খোলা রয়েছে শিলিগুড়ি-কালিম্পং রুটের বিকল্প সড়ক এনএইচ ৭১৭ এ। হিমালয়ান হসপিটালিটি ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট অথরিটির সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সেনাল জানান, কিছু এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত, তবে প্রশাসন পাশে রয়েছে। পাহাড়ের বেশিরভাগ অঞ্চল এখন পর্যটকদের জন্য নিরাপদ, সিকিম-কালিম্পং রুট সবরকম ভাবে খোলা। খোলা রয়েছে জোরবাংলো ও তাগদা পয়েন্ট।

আমার বাংলা
13 October, 2025 • Monday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্যপাল বিল না আটকালে কঠোর শাস্তি পেত অত্যাচারী

বিজয়ার মঞ্চে সায়ন্তিকা

■ মঞ্চে সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

সংবাদদাতা, রামপুরহাট : রামপুরহাটে শহর তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনীতে এসে বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে এক হাত নিলেন। দুর্গাপুরের ছাত্রী নিগ্রহ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ষণ, নারীদের উপর অত্যাচার রুখতে বিধানসভায় অপরাজিতা বিল পাশ করেন। কিন্তু সেই বিল রাজ্যপাল দীর্ঘদিন আটকে রেখে ফেরত পাঠান সই না করেই। এই যদি ওঁদের মনোভাব হয় তাহলে কী করে নারী-অত্যাচারীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া যাবে! দুর্গাপুরের ঘটনায় তিন অপরাধী ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে। যারা মহিলাদের সঙ্গে এমন কাণ্ড ঘটায় তাদের কঠোর শাস্তি চাই আমরা। এসআইআর নিয়ে সায়ন্তিকা বলেন, এসআইআর করতে গিয়ে নির্বাচন কমিশন বিজেপির কথায় যদি কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেয় তাহলে তৃণমূল আন্দোলন করবে। নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বাংলা দখল করতে পারবে না বিজেপি। বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলেই আমরা সোচ্চার হব। ছাব্বিশের ভোটে চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই, এ নিয়ে মানুষের মনে একটুও সন্দেহ নেই।

নয়াগ্রামে সাফ বিজেপি, বিজয়া মঞ্চে দল ছেড়ে তৃণমূলে ৩০০

■ তৃণমূলের পতাকা তুলে দিচ্ছেন বিধায়ক দুলাল মুর্মু।

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনী চলছে জোরকদমে। আর সেই অনুষ্ঠানকে ঘিরেই ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রামে দেখা গেল বিজেপিতে নামল বড়সড় ধস। রবিবার খড়িকামাথানিতে অনুষ্ঠিত নয়াগ্রাম ব্লকের বিজয়া সম্মিলনী মঞ্চে বিজেপি ছেড়ে তিনশোর বেশি কর্মী-সমর্থক তৃণমূলে যোগ দিলেন। এদিনের অনুষ্ঠানে ছিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা নয়াগ্রামের বিধায়ক দুলাল মুর্মু, গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত, নয়াগ্রাম ব্লক তৃণমূল সভাপতি রমেশ রাউত, জেলা পরিষদের মেন্টর স্বপন পাত্র-সহ জেলা ও ব্লক স্তরের নেতৃত্ব। অনুষ্ঠানে এলাকার বিশিষ্টজনেদের সংবর্ধিত করা হয়। পাশাপাশি বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চ থেকেই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়া নেতা-কর্মীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন তৃণমূল নেতৃত্ব। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এখন থেকেই সংগঠনকে মজবুত করতে তৎপর তৃণমূল। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ব্যাপক যোগদান তৃণমূলের মনোবল আরও বাড়াবে। বিজেপি ছেড়ে আসা নয়াগ্রাম বিজেপির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক বলেন, বিজেপি বলতে কিছু নেই, শুধু ঝামেলাঝঞ্ঝাট। অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বললেই সমস্যা। আমি বিজেপির যুব সভাপতি ছিলাম, পঞ্চায়েত ভোটে প্রার্থীও ছিলাম। কিন্তু উন্নয়ন বলতে কিছুই নেই বিজেপিতে। দিদির উন্নয়ন দেখে আমরা সকলে তৃণমূলে চলে এলাম। ব্লক সভাপতি তথা বিধায়ক দুলাল মুর্মু বলেন, বিজেপি বলে আর কিছুই থাকল না নয়াগ্রামে, সব ধুয়েমুছে সাফ।

বর্ধমান স্টেশনে ফের হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে জখম দশ যাত্রী

সংবাদদাতা, বর্ধমান : রবিবার বিকেলে ফের বর্ধমান স্টেশনে অল্পের জন্য প্রাণ বাঁচল বহু যাত্রীর। স্টেশনের ৪ ও ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মের নামা-ওঠার সিঁড়িতে হুড়োহুড়ির ফলে জখম হন বেশ কয়েকজন যাত্রী। জানা যায়, ৫.১৫টা নাগাদ ৪ নম্বরে হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইন লোকাল ছাড়বে বলে দাঁড়িয়েছিল। ৬ নম্বরে রামপুরহাট এবং ৭ নম্বরে ছিল আসানসোল লোকাল। ৫ নম্বরে হলদিবাড়ি এক্সপ্রেস ঢোকার ঠিক আগের মুহূর্তে যাত্রীরা হুড়োহুড়ি করে ৪ ও ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মে নামতে গেলে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। ঘটনায় প্রায় দশজন যাত্রী জখম হন। একজনের মাথা ফাটে। কয়েকজন সিঁড়িতে গড়িয়ে পড়ে যান। ফলে যাত্রী নিরাপত্তা, রেল পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। দশজন যাত্রীকে বর্ধমান মেডিক্যালে ভর্তি করতে হয়। হাসপাতালের সুপার তাপসকুমার ঘোষ জানান, চিকিৎসার জন্য ১০ জনকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে।

বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ মানসের

সংবাদদাতা, সবং : রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং কৃষক বাজারে ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে আয়োজিত বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চ থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগে সেচমন্ত্রী মানসরঞ্জন ভুঁইয়ার প্রশ্ন, উত্তরবঙ্গের বিপর্যয়ে বিজেপি কী করেছে? ওরা তো একটা টাকাও দেয়নি। মঞ্চে সেচমন্ত্রী ছাড়াও ছিলেন পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতি, জেলা সভাধিপতি প্রতিভারানি মাইতি, আবু কালাম বক্স-সহ ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার বিধায়ক ও নেতৃত্ব। মন্ত্রী বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার উত্তরবঙ্গে গিয়েছেন। সেচ দফতরের বড় বড় ইঞ্জিনিয়াররা গিয়েছেন। একাধিক বিষয়ে তিনি এদিন মঞ্চে বক্তব্য পেশ করেন। সবংয়ের মানুষকে তৃণমূলের পাশে থাকার আবেদন জানান।

■ বিজয়ার মঞ্চে মানস ভুঁইয়া, অজিত মাইতি প্রমুখ।

বিজয়া মঞ্চে রাম-বাম ছেড়ে ১৫০ জনের তৃণমূলে যোগ

■ মঞ্চে নবাগতদের হাতে তৃণমূলের পতাকা দান।

সংবাদদাতা, গড়বেতা : রবিবার মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার গড়বেতা ১ ব্লক তৃণমূলের উদ্যোগে বিনোদ ধাড়া মঞ্চে বিজয়া সম্মিলনীর শুরুতেই ব্লকের সিপিএম এবং বিজেপির প্রায় ১৫০ জন কর্মী-সমর্থক তৃণমূলে যোগ দেন। ছিলেন জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি নির্মাল্য চক্রবর্তী, জেলা তৃণমূল মহিলা সভানেত্রী মামনি মান্ডি, খড়্গপুর গ্রামীণের বিধায়ক দিনেন রায়, গড়বেতার বিধায়ক উত্তরা সিংহ হাজরা, শান্তনু দে, ব্লক সভাপতি অসীম সিংহ রায়, ব্লক মহিলা সভানেত্রী মিঠু পতিহার-সহ ১২টি অঞ্চলের সভাপতি, প্রধান ও দলের কার্যকর্তারা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে শামিল হতেই সিপিএম এবং বিজেপি ছেড়ে এঁদের তৃণমূলে যোগদান বলে জানান ব্লক সভাপতি অসীম সিংহ রায়। জেলা যুব সভাপতি নির্মাল্য চক্রবর্তী জানান, বিজেপি শুধু মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়ায় রয়েছে। মাঠে-ময়দানে বছরভর থাকে শুধু তৃণমূল।

এককাট্টা হয়ে লড়বে ফেডারেশন

■ মঞ্চে স্বপন দেবনাথ, রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

সংবাদদাতা, বর্ধমান : কিছু কিছু আমলা ফেডারেশন সদস্যদের কথা শুনছেন না। নানাভাবে হয়রানি করাচ্ছেন। এককাট্টা হয়ে তার বিরুদ্ধে লড়ার ডাক দিলেন সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের রাজ্য আহ্বায়ক প্রতাপ নায়েক। রবিবার বর্ধমানের সংস্কৃতি লোকমঞ্চে ফেডারেশনের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির প্রথম জেলা সম্মেলনের উদ্বোধন করেন তিনি। ছিলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলা তৃণমূল সভাপতি ও বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, সহ সভাধিপতি গার্গী নাহা, বিধায়ক খোকন দাস, সুব্রত ঘোষ, বিশ্বজিৎ সাঁই, আশিস ঘোষ, তপন ঘোষ, সুমন পাল প্রমুখ। প্রতাপ নায়েক বলেন, সামনেই বিধানসভা ভোট। ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ে ঝাঁপাতে হবে।

৫৫ লক্ষে বিক্রি ৯৫ তেলিয়া ভোলা

সংবাদদাতা, দিঘা : রবিবার সকালে দিঘা মৎস্য নিলাম কেন্দ্রে বিশাল পরিমাণ তেলিয়া ভোলা মাছ উদ্ধার ঘিরে হইচই পড়ে যায়। সকালে নিলাম কেন্দ্রে ৯০টি ছোট-বড় তেলিয়া ভোলা মাছ নিয়ে আসে একটি ট্রলার। আড়তদার অজিত বাড়ুইয়ের নিলাম কেন্দ্রে সেগুলি নিলামে তোলা হয়। ২০-২২টি বড় মাছের মোট ওজন হয় ৮৫০ কেজি। ৪,৫০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করে ওঠে ৩৮ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। ছোট আকারের বাকি ৪০০ কেজি মাছ ২,৬০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করে ওঠে ১০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। সব মাছ কিনে নেয় কলকাতার কেএমপি এবং এসএফটি কোম্পানি। নবকুমার পড়্যার নিলাম কেন্দ্রে ওড়িশার ধামড়ার একটি ট্রলার ১০৪ কেজি ওজনের ৫টি তেলিয়া ভোলা নিয়ে হাজির হলে সেগুলি ৬,৩০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করে পাওয়া যায় ৬ লক্ষ ৫৫ হাজার ২০০ টাকা। এগুলি কিনে নেন জনৈক শংকর গিরি। একই দিনে দুটি ট্রলারে ধরা পড়া ৯৫টি মাছ বিক্রি হয় মোট ৫৫ লক্ষ ২০ হাজার ২০০ টাকায়।

জেলেদের জালে অষ্টভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তি

সংবাদদাতা, বর্ধমান : গলসি থানার দাদপুর গ্রামে দামোদর নদ থেকে প্রাক-পালযুগের অষ্টভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তি উদ্ধারে এলাকাজুড়ে আলোড়নের সৃষ্টি হয় রবিবার। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শনিবার রাতে দামোদরে মাছ ধরতে যাওয়া কয়েকজন জেলের জালে মূর্তিটি জড়িয়ে যায়। অনেক চেষ্টা করে জাল ছিঁড়ে গেলেও মূর্তিটি রাতে নদীপাড়ে আনতে ব্যর্থ হন তাঁরা। রবিবার সকালেই ফের তাঁরা নদীতে গিয়ে মূর্তিটি তুলে গ্রামে নিয়ে আসেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান ইতিহাসবিদরা। গলসি থানার পুলিশ গিয়ে কিন্তু গ্রামবাসীদের ধর্মীয় বিশ্বাসের সামনে প্রবল বাধার মুখে পড়ে। পরে অনেক বুঝিয়ে মূর্তি উদ্ধারে সমর্থ হয় পুলিশ। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সেটি প্রাক-পালযুগের একটি দুর্লভ মহিষমর্দিনী মূর্তি। ষষ্ঠ বা সপ্তম শতকের বলে অনুমান। সাধারণত এই ধরনের দুর্গা বা মহিষমর্দিনী মূর্তি দেখা যায় না। বেলেপাথরে নির্মিত অষ্টভুজা মূর্তিটি আড়াই ফুট লম্বা, ২ ফুট চওড়া।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিহারে মাঝ নদীতে নৌকা উলটে মৃত্যু হল ৩ যাত্রীর। শনিবার রাতে মতিহারিতে মাঝ নদীতে উলটে যায় একটি যাত্রীবোঝাই নৌকা। জলে নিখোঁজ হন ১৪ জন। ১১ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে

দিল্লি দরবার

শিকার হয়েছি যৌন নির্যাতন ও মানসিক আঘাতের

সংঘের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ এনে আত্মহত্যা তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর

কোট্টায়াম: ভয়ঙ্কর অভিযোগ। এমন কাণ্ডই কি চলে সংঘের অন্দরে? মুখে আদর্শের বুলি আওড়ালেও এটাই কি তাহলে গেরুয়া শিবিরের আসল রূপ? কেরলের ২৬ বছর বয়সী এক তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী আনন্দু আজি আত্মহত্যা করার আগে এক বিস্ফোরক পোস্টে সরাসরি অভিযোগের আঙুল তুললেন আরএসএসের দিকে। লাগাতার যৌন নির্যাতনের অভিযোগ। লিখেছেন, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন এক ব্যক্তির লাগাতার যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলাম। আরএসএসের বেশ কয়েকজন সদস্যের দ্বারাও আমি যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছি। আমি জানি না তাঁরা কারা ছিলেন। তবে তিনি স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন, যে ব্যক্তি ছোটবেলায় তাঁকে নির্যাতন করেছিলেন, তিনি সক্রিয় সদস্য ছিলেন আরএসএস এবং বিজেপির। প্রতিবেশী ওই ব্যক্তিকে ছোট থেকেই তিনি ভাবতেন বড় দাদার মতো। সংক্ষিপ্ত নামও

উল্লেখ করা হয়েছে অভিযুক্তের। আনন্দু জানিয়েছেন, ওই লাগাতার নির্যাতনের পরিণতিতে অবসেসিভ কমপালসিভ ডিজঅর্ডার বা ওসিডিতে আক্রান্ত হন তিনি। শুধু আনন্দু নন, বিভিন্ন সময়ে আরও বহু শিশুর উপরে সংঘের সদস্যরা অত্যাচার চালিয়েছেন বলে তাঁর অভিযোগ। সাধারণ মানুষের প্রতি আনন্দুর সতর্কবার্তা, কখনও কোনও আরএসএস সদস্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব কোরো না। শুধু বন্ধুই নয়, এমনকী সে যদি তোমার পরিবার, তোমার ভাই বা ছেলেও হয়, তাদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দাও। তারা আদতে বিষ বহন করে। তারাই আসল নির্যাতনকারী।

গত বৃহস্পতিবার কেরলের কোট্টায়াম থামাপালাক্কাড়ের বাসিন্দা আনন্দুর রহস্যজনক মৃত্যু তোলপাড় করছে রাজনৈতিক মহলকে। তিরুবনন্তপুরমের একটি লজ থেকে উদ্ধার করা হয় তাঁর দেহ। এরপরেই নজরে আসে সমাজমাধ্যমে তাঁর এক পোস্ট। অনেকের মতে, নিজেকে শেষ করে দেওয়ার আগে এই পোস্টটি শিডিউল করে রেখেছিলেন আনন্দু আজি। এই পোস্টকে কেন্দ্র করেই উঠেছে তীব্র সমালোচনা আর নিন্দার ঝড়। সংঘের সঙ্গে তাঁর যুক্ত হওয়ার কাহিনি তুলে ধরে তিনি লিখেছেন, আমার বাবা আমাকে যুক্ত করেছিলেন সংঘে। সেখানেই আমি সারাজীবন মানসিক আঘাত পেয়েছি সংগঠন এবং সেই ব্যক্তির কাছ থেকে।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, বাবা-মায়েদের প্রতি আনন্দুর সতর্কবার্তা, পৃথিবীর কোনও শিশু যেন আমার মতো কষ্ট না পায়। বাবা-মা নিশ্চিত করুন, যাতে তারা মুখ খুলতে ভয় না পায়।

পুলিশকে ব্যবহার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে

যোগীরাজ্যের রাজধানীতেই গণধর্ষণ দলিত নাবালিকাকে

লখনউ: ছিঃ! এ কেমন প্রশাসন যোগীরাজ্যে? বয়স্ক মহিলা থেকে শুরু করে নাবালিকা, কেউই আর সুরক্ষিত নয় গেরুয়া উত্তরপ্রদেশে। প্রশাসনের অপদার্থতার কারণে এবার গণধর্ষণের শিকার একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। নাবালিকার আত্মীয়কে মারধর করে দিনেদুপুরে গণধর্ষণ করা হল খোদ রাজধানী লখনউয়ে। প্রথমদিকে পুলিশ বিষয়টি হাল্কা করে দেখাতে চেষ্টা করলেও জনরোষের চাপে পড়ে দু'জনকে গ্রেফতার করতে যায় পুলিশ। কিন্তু গেরুয়া পুলিশের উপরই পাল্টা গুলি চালানোর অভিযোগ ধর্ষকদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব। তাঁর অভিযোগ, সত্য গোপন করতে চাইছে বিজেপি। উত্তরপ্রদেশে নারীদের প্রতি অমানবিক ঘটনা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। কারণ একটাই, এখানে পুলিশকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার বদলে ব্যবহার করা হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, লখনউয়ের বনতারা থানা এলাকার বাসিন্দা ১৬ বছরের ওই দলিত নাবালিকা শনিবার দুপুরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে যাচ্ছিল। অন্য এক আত্মীয়ের বাইকে যাওয়ার সময় রাস্তার ধারে একটি আমবাগানের পাশে দাঁড়িয়ে দু'জনে কথা বলার সময়ই হামলা চালায় কয়েকজন দুষ্কৃতী। স্থানীয় ৫ ব্যক্তি তাদের ঘিরে ধরে। নাবালিকার আত্মীয়কে মারধর করে সেই জায়গাতেই গণধর্ষণ করা হয় নাবালিকাকে। ধর্ষকরা নির্যাতিতাকে হুমকি দেয়, লোক জানাজানি করলে পরিণতি ভয়ঙ্কর হবে। নাবালিকার অবশ্য মুখ বন্ধ করা যায়নি। পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয় পুরো ঘটনা জানিয়ে।

গেরুয়া পুলিশের দাবি, বনতারা রেলস্টেশনের কাছে দুই অভিযুক্তের উপস্থিতির খবর পেয়ে তাদের ধরতে গেলে পুলিশের উপর গুলি চালায় ধর্ষকরা। পাল্টা জবাব দেয় পুলিশ। গুলিতে আহত হয় এক দুষ্কৃতী। ললিত কাশ্যপ ও মিরাজ নামে দুই অভিযুক্তকে এখনও পর্যন্ত ধরতে পেরেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। এখনও অধরা তিন অভিযুক্ত।

চাপে পড়ে সাফাই গাইলেন তালিবান মন্ত্রী

নয়াদিল্লি: তীব্র সমালোচনার চাপে পিছু হটলেন তালিবান মন্ত্রী ও মোদির সরকার। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে মহিলা সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ না জানানোর লজ্জা চাপা দিতে গিয়ে অদ্ভুত অজুহাত খাড়া করলেন আফগান বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি। তিনি এ ঘটনাকে 'প্রযুক্তিগত সমস্যা' বলে ব্যাখ্যা করে জানিয়েছেন, মহিলা সাংবাদিকদের ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া হয়নি। ভারতের মাটিতে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে একজনও মহিলা সাংবাদিককে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এই নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে ওঠে।

প্রতিবাদে সরব হন সাংবাদিক বরখা দত্ত, তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র, সাগরিকা ঘোষ, সাকেত গোখেল এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী-সহ আরও অনেকে। প্রশ্ন তোলেন, মোদি সরকার কি বিক্রি করে দিয়েছে মেরুদণ্ড? শেষে রবিবার তালিবানি ফতোয়া তুলে নিতে বাধ্য হন আফগান মন্ত্রী।

ব্রাহ্মণের পা ধোয়া জল খেয়ে 'প্রায়শ্চিত্ত' করতে হল দলিতকে

ভোপাল: কী বলা যেতে পারে একে, মধ্যযুগীয় বর্বরতা? মানবিকতার কী চরম অবমাননা চলছে বিজেপি শাসিত রাজ্যে, তা আরও একবার প্রমাণিত হল গেরুয়া মধ্যপ্রদেশে। মদবিক্রেতা এক ব্রাহ্মণ যুবককে অপমান করার অভিযোগে এক দলিত যুবককে প্রায়শ্চিত্ত করতে হল ওই ব্রাহ্মণ যুবকের পা-ধোয়া জল খেয়ে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, গ্রামে মদ বিক্রি নিষিদ্ধ হলেও, ওই ব্রাহ্মণ সন্তান অন্নু পাণ্ডে সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই বেচছিল মদ। গ্রামেরই পিছড়ে বর্গের এক যুবক পুরুষোত্তম কুশওয়াহা এই অন্যায়ের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন সমাজমাধ্যমে। অন্নুর গলায় জুতোর মালা— এআই দিয়ে তৈরি করা একটি ছবি পুরুষোত্তম পোস্ট করেন সমাজমাধ্যমে। এতেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন গ্রামের কিছু ব্রাহ্মণ। তাঁদের দাবি, বিকৃত ছবি পোস্ট করে অপমান করা হয়েছে ব্রাহ্মণদের। তাই অন্নুর পা ধোয়া জল খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে পুরুষোত্তমকে। পোস্ট মুছে দিয়ে ক্ষমা চেয়েও এই ভয়ঙ্কর শাস্তি থেকে রেহাই পেলেন না দলিত সন্তান।

নারীকল্যাণের নামে রাজনীতির অঙ্ক, মহারাষ্ট্রে ফাঁপরে বিজেপি

মুম্বই: নারীকল্যাণের নামে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে গিয়ে মহারাষ্ট্রে ঘোর বিপাকে বিজেপি। নির্বাচনের মুখে সস্তার চমক দিয়ে ভোটারদের বিভ্রান্ত করতে গিয়ে রীতিমতো আর্থিক সংকটের মুখে সে-রাজ্যের গেরুয়া সরকার। দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীই স্বীকার করেছেন, 'লাডকি বাহিন' প্রকল্প চালিয়ে নিয়ে যাওয়া আর সম্ভব হচ্ছে না বিজেপির জোট সরকারের পক্ষে। কারণ, এর জন্য যে বিশাল আর্থিক বোঝা চেপে বসেছে সরকারের ঘাড়ে, তাতে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অন্যান্য সরকারি প্রকল্প। ঢাক ঢোল পিটিয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনমুখী প্রকল্প 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'কে অনুকরণ করে 'লাডকি বাহিন' যোজনা মহারাষ্ট্রে চালু করেছিল বিজেপি সরকার। ভোটের আগে মহিলাদের জন্য আর্থিক সহায়তাদানের এই প্রকল্পে ভর করেই ২৩৩টি আসনে জেতে বিজেপি। কিন্তু বিজেপি শাসিত মহারাষ্ট্রে এক বছরের মধ্যেই আর্থিক সংকটের জেরে এই প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়ার মুখে। এই লাডকি বাহিন প্রকল্প যে গোটা রাজ্যের অন্যান্য প্রকল্পকে প্রবল আর্থিক সংকটের মুখে ফেলেছে তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন মহারাষ্ট্র সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী ছগন ভুজওয়াল। এর পরেই মহারাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের আর্থিক অসহায়তার কথাই তুলে ধরেছেন তিনি।

উল্লেখ্য, ২০২৪ ভোটে জিতে রাজ্যের দরিদ্র শ্রেণির প্রতিনিধি মহিলাদের প্রতি মাসে দেড় হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা করা হবে, এমনটাই ঘোষণা করেছিল বিজেপি। মোট ২.৫ লক্ষ মহিলা এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হবেন বলে দাবি জানানো হয়েছিল। কিন্তু মঙ্গলবার ছগন ভুজওয়াল জানিয়েছেন, মহারাষ্ট্রে একাধিক জেলার লাডকি বাহিন প্রকল্প তহবিল সংকটের মুখে পড়েছে। বিজেপি মহারাষ্ট্রে সরকারে আসার পরে এই প্রকল্প বাবদ ৪০০০০ থেকে ৪৫০০০ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দের ঘোষণা করেছিল। কিন্তু খোদ সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ভুজওয়াল জানিয়েছেন, চলতি বছরে এই প্রকল্পে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো আর্থিক ক্ষমতা নেই রাজ্য সরকারের।

অপারেশন ব্লু-স্টারের ভুল শুধুমাত্র ইন্দিরা গান্ধীর নয়: বিস্ফোরক চিদম্বরম

নয়াদিল্লি: আবার বিতর্কিত মন্তব্য চিদম্বরমের। খালিস্তানি জঙ্গিদের দমন করতে ১৯৮৪ সালে যে অপারেশন ব্লু স্টার অভিযান হয়েছিল তা ছিল সম্পূর্ণ ভুল। কিন্তু সেই ভুলের জন্য শুধুমাত্র প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দায়ী ছিলেন না। দাবি প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা কংগ্রেস সাংসদ পি চিদম্বরমের। সেই ভুলের জন্য সেনা থেকে শুরু করে গোয়েন্দা বিভাগ সকলকেই দায়ী করলেন প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আর তাঁর এই দাবির পরেই প্রতিবাদের সুর শিখ সমাজে। ইন্দিরা গান্ধীকে ক্লিনচিট দেওয়ার সমালোচনায় শিরোমণি প্রবন্ধক গুরদ্বারা কমিটি। সমালোচনা কংগ্রেস মহলেও। ১৯৮৪ সালে স্বর্ণমন্দির অবরুদ্ধ করে রাখা খালিস্তানপন্থীদের উপর সেনাবাহিনীর বলপ্রয়োগের সিদ্ধান্তকে ভুল বলে দাবি করেছেন কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ পি চিদম্বরম। তাঁর দাবি, ব্লু স্টার ভুল পথ ছিল এবং আমি এই বিষয়ে সহমত পোষণ করি যে সেই ভুলের জন্য প্রাণ দিতে হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীকে। চিদম্বরমের এই বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন একাধিক কংগ্রেস নেতা। তাঁদের দাবি, এভাবে তিনি নিজের দলকেই লজ্জায় ফেলছেন। তাঁদের দাবি, দলের থেকে সবরকম সুবিধা নেওয়ার পরে দলের শীর্ষ পদের নেতারা এই ধরনের মন্তব্য নিজেদের স্বার্থেই করছেন। তাতে দলের বদনাম হচ্ছে। একটি সাক্ষাৎকারে অপারেশন ব্লু স্টার নিয়ে বলতে গিয়ে চিদম্বরম দাবি করেন, সেনাবাহিনীর প্রতি কোনও অসম্মান না করেই বলছি, স্বর্ণমন্দির পুনরুদ্ধারে ব্লু স্টার ভুল পথ ছিল। কয়েক বছর পরে আমরা সঠিক পথ নিতে পেরেছিলাম সেনা সরিয়ে নিয়ে। সেই সঙ্গে চিদম্বরম যোগ করেন, এটি একটি যৌথ সিদ্ধান্ত ছিল যা সেনাবাহিনী, পুলিশ, গোয়েন্দা বিভাগ ও সিভিল সার্ভিস কর্মীরা একযোগে নিয়েছিল। এক্ষেত্রে একা ইন্দিরা গান্ধীকে দোষ দেওয়া যায় না।

১২
১৩ অক্টোবর ২০২৫
সোমবার

দেশ বিদেশ

13 October, 2025 • Monday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রহস্যজনক মৃত্যু তেলেঙ্গানার পুলিশ অফিসার সত্য নারায়ণের (৫৪)। শনিবার বিকেলে সূর্যপেট জেলায় নিজের বাড়িতেই পাওয়া যায় তাঁর ঝুলন্ত দেহ। আত্মহত্যা, না অন্য কিছু তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ

২০০ তালিবান সেনাকে হত্যার দাবি পাকিস্তানের

আফগানিস্তানের প্রত্যাঘাতে খতম ৫৮ পাকসেনা, দখল ৩ সীমান্ত চৌকি

আপাতত সংঘর্ষবিরতি তালিবানের

কাবুল: ঘরে-বাইরে বিপর্যস্ত পাকিস্তান। পাকিস্তানকে উচিত শিক্ষা দিতে চরম প্রত্যাঘাত আফগানিস্তানের। প্রতিবেশী পাকিস্তানের মাটি কাঁপিয়ে দিল তালিবান নিয়ন্ত্রিত আফগান সেনা। বৃহস্পতিবার পাকিস্তান কাবুলে বিমান হামলা চালানোর পর বদলা নিতে ৪৮ ঘণ্টাও সময় নিল না আফগানিস্তান। শনিবার সারারাত দফায় দফায় পালটা বিমান হামলা চালিয়ে তারা খতম করেছে অন্তত ৫৮ জন পাকসেনাকে। পাক-আফগান তুমুল সংঘর্ষে গুরুতর জখম আরও অন্তত ৩৫ পাকসেনা। পাকিস্তান অবশ্য পরে দাবি করেছে, অন্তত ২০০ আফগান সেনাকে খতম করেছে তারা। পাকিস্তানের এই দাবি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তালিবানের দাবি, পাকহানায় প্রাণ হারিয়েছে তাদের ৯ সেনা। তবে সেই সঙ্গে আপাতত সংঘর্ষবিরতি ঘোষণা করেছে আফগানিস্তান। আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের মুখপাত্র জবিহুল্লাহ মুজাহিদ রবিবার এই দাবি জানিয়ে বলেন, পাক-আফগান সীমান্ত বরাবর ডুরান্ড রেখায় রাতভর এই সংঘর্ষ হয়েছে। তালিবানের দাবি, তারা ৩টি পাকিস্তানি সীমান্ত চৌকি দখল করে নিয়েছে। পাকিস্তানের সেনাকর্তারা অবশ্য দাবি করছেন, তাদের পাল্টা হানায় ধ্বংস হয়েছে বেশ কয়েকটি তালিবান ঘাঁটি। পাকিস্তানের অভিযোগ, জনবহুল এলাকায় হামলা চালিয়ে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছে আফগান সেনা। দাবি, পাল্টা দাবি যাই হোক না কেন, আফগান-পাক ২৬০০ কিমি সীমান্তে এখন প্রবল অস্থিরতা। ৬টিরও বেশি জায়গায় চলছে ব্যাপক গোলাগুলি। চরম উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে সীমান্ত। আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র এনায়েতুল্লার কথায়, আকাশসীমা লঙ্ঘন করে পাকিস্তানি হামলার সরাসরি জবাব দিতেই তালিবানের এই অভিযান। হেলমন্দ এবং কুনারের সেনা চেকপোস্ট সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়ে পাক সেনার কাছ থেকে গাড়ি এবং অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়েছে আফগান সেনারা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, পাকতিয়া, খোস্ত, নানঘরকর প্রদেশেও শুরু হয়েছে তীব্র সংঘর্ষ। লক্ষণীয়, খাইবার পাখতুনখোয়ায় আত্মঘাতী হামলায় ২০ পুলিশের মৃত্যুর ধাক্কায় যখন নাজেহাল পাক সরকার, ঠিক তখনই আফগান প্রত্যাঘাত।

বৃহস্পতিবার পাকিস্তানি সেনা আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে হামলা চালায় আকাশপথে। কাবুলের দক্ষিণ-পূর্বে পরপর শোনা গিয়েছিল দু'টি বড় ধরনের বিস্ফোরণের শব্দ। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আফগান সার্বভৌমত্বে আঘাতের অভিযোগ ওঠে। তালিবান মুখপাত্রের অভিযোগ, কাবুলের উপর পাক আক্রমণে অংশ নিয়েছে ইসলামিক স্টেট জঙ্গিগোষ্ঠী। আফগান হুঁশিয়ারি, ফের হামলা চালালে কড়া জবাব পাবে পাকিস্তান।

অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, আফগানিস্তানের তালিবান মন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির ভারত সফরের সময়ই পাকিস্তান হামলা চালাল আফগানিস্তানে। অল্প সময়ের মধ্যেই প্রত্যাঘাত করল আফগানিস্তান। সবচেয়ে বড় কথা, পাকিস্তানকে ভারত উচিত শিক্ষা দেওয়ার মাস পাঁচেকের মধ্যেই পাকিস্তান আবার সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল তার আর এক প্রতিবেশীর সঙ্গে। এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কাতার এবং ইরান। দু'পক্ষকেই সংযম অবলম্বনের পাশাপাশি কূটনৈতিক পথে সমস্যা সমাধানের পরামর্শ দিয়েছে। একই পরামর্শ সৌদি আরবেরও।

বালুচ-বিদ্রোহ, পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে বিদ্রোহ, খাইবার পাখতুনখোয়ায় আত্মঘাতী হামলা— সব মিলিয়ে দিশাহারা পাকিস্তান।

উত্তর পুনর্গঠনে মুখ্যমন্ত্রী

(প্রথম পাতার পর)

পরিদর্শন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। দার্জিলিংয়ের সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা মিরিক। মঙ্গলবার মিরিকের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করবেন তিনি। বুধবার দার্জিলিংয়ে একাধিক কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। পরদিন বৃহস্পতিবার দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার পরিস্থিতি নিয়ে রিভিউ বৈঠক করবেন। শুক্রবার কলকাতায় ফিরবেন মুখ্যমন্ত্রী। ওইদিন সন্ধ্যায় তিনি কলকাতায় কালীপুজোর উদ্বোধন করবেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী আলিপুরদুয়ারে রিভিউ মিটিং করে জানান, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দুর্যোগ পরিস্থিতিতে কাজ করেছেন যাঁরা, তাঁদের সবাইকে পুরস্কৃত করা হবে। পুলিশ-প্রশাসন থেকে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরা ছাড়াও পুরস্কৃত হবেন এলাকার সাধারণ মানুষও। এমনই ৮ জন বীর যোদ্ধাকে এদিন আলিপুরদুয়ারে পুরস্কৃত করা হয়। রিভিউ মিটিং সেরে তিনি সুভাষিণী চা-বাগান পরিদর্শন করেন। শ্রমিকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর নেন। তাঁদের হাতে খাবার, শাড়ি-কম্বল ও শিক্ষাসামগ্রী-সহ ত্রাণ তুলে দেন। দুর্যোগে যাঁদের ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাঁদের জন্য ১২০,০০০ টাকার আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করা হয়েছে ইতিমধ্যেই। স্বজনহারাদের ৫ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। মৃতদের প্রতি পরিবারের একজন সদস্যকে বিশেষ হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হবে। মিরিকে একটি নতুন সেতু ও অস্থায়ী ব্রিজের নির্মাণকাজ চলছে দ্রুত গতিতে। চলছে রাস্তাঘাট-সহ অন্যান্য পরিকাঠামো পুনর্গঠনের কাজ।

৯০ শতাংশ কাজই শেষ

(প্রথম পাতার পর)

তিনি জানান, আমরা পরিকল্পনা নিয়েছিলাম প্রতি বুথে ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হবে। ফলে গোটা প্রকল্পটি ৮ হাজার কোটির নেওয়া হয়েছিল। ৬ নভেম্বর পর্যন্ত মেয়াদ বাড়ানো হচ্ছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলির কথা ভেবে। উত্তরের দুর্যোগ-কবলিত জেলাগুলিতে আধার কার্ড থেকে অন্যান্য নথি তৈরি সংক্রান্ত কাজ করে দিতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, আমাদের লক্ষ্য ছিল বুথভিত্তিক ৩১,৭০০ ক্যাম্প করার। এখনও পর্যন্ত আমরা সম্পূর্ণ করতে পেরেছি ২৮,৩০০ ক্যাম্প। প্রায় ৯০ শতাংশ বুথ আমরা সম্পূর্ণ করে ফেলেছি। ক্যাম্পগুলিতে ২.৫ কোটি ভিজিটর এসেছেন। এবং তাঁদের অনেকরকম, প্রায় ৩.৫৮ লক্ষ দাবি আমরা ইতিমধ্যেই পেয়েছি। তার মধ্যে ২.৮৪ লক্ষ দাবির স্কিম ইতিমধ্যেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে। টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে ১.৮৬ লক্ষ প্রকল্পের। ১০০টি প্রকল্প ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে। সামগ্রিকভাবে আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে ৯৪.৭ লক্ষ, যার মধ্যে ৭৭.৪ লক্ষ আবেদনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে, যা প্রায় ৮১ শতাংশ।

যোগীরাজ্যে মসজিদের ভেতরে খুন মৌলবির স্ত্রী ও ২ সন্তানকে

বাগপত: আইনশৃঙ্খলার কী হাল যোগীরাজ্যে! আফগান বিদেশমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়েছিলেন গ্রামের মসজিদের ইমাম। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ইমামের স্ত্রী ও দুই শিশুকন্যাকে নৃশংসভাবে খুন করল দুর্বৃত্তরা। উত্তরপ্রদেশের বাগপতের গাঙ্গলোনি গ্রামের মসজিদে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে দেখা দিয়েছে ব্যাপক চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার। প্রাথমিকভাবে পুলিশ মনে করছে গোটা ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত ও গভীর ষড়যন্ত্র। সূত্রের খবর, মৌলবি আফগানিস্তানের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকিকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়েছিলেন। আর মৌলবি না থাকার সুযোগে দুষ্কৃতীরা মসজিদে আবাসনে ঢুকে খুন করেছে মুজফফরনগরের বাসিন্দা মৌলবি ইব্রাহিমের স্ত্রী ইসরানা এবং তাঁদের দুই শিশুকন্যা সোফিয়া (৫) ও সুমইয়্যা (২)-কে।

শনিবার সকাল ১১টা নাগাদ স্থানীয় মুসল্লিরা মসজিদে নামাজ পড়তে এসে বারবার ডেকে মৌলবির সাড়া না পাওয়ায় কয়েকজন ওপরে মৌলবির আবাসস্থলে যান। এরপরেই সেখানে মৌলবির স্ত্রী ইসরানা ও দুই শিশুর নিথর দেহ মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখেন তাঁরা। স্থানীয়রা পুলিশে খবর দিলে মিরাটের ডিআইজি স্বয়ং ঘটনাস্থলে আসেন এবং পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। ফরেনসিক টিম ও ডগ স্কোয়াড ঘটনাস্থল থেকে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে জানা যাচ্ছে, এটি একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। জানা গিয়েছে হত্যাকাণ্ডের আগে মসজিদের সমস্ত সিসিটিভি ক্যামেরা বন্ধ করে দেওয়া হয়। অপরাধী পরিবারের ঘনিষ্ঠ কেউ বলেই মনে করা হচ্ছে। মসজিদের গতিবিধি এবং নিরাপত্তার বিষয়ে সম্যক ধারণা দুষ্কৃতীদের ছিল। মৌলবি ইব্রাহিমকেও জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ তবে অপরাধীর হদিশ পাওয়া যায়নি। এরপরেই প্রশ্ন উঠছে, যেখানে খোদ মৌলবির নিরাপত্তা অনিশ্চিত সেখানে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায় যোগীরাজ্যে?

বিহারের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা আজ বৈঠকে ইন্ডিয়া জোট

নয়াদিল্লি: বিহারের ইন্ডিয়া জোটের চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা স্থির করতে আজ সোমবার নয়াদিল্লিতে বৈঠকে বসছেন আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব, তেজস্বী যাদব, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী ও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে। এই বৈঠকে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হলে তা কয়েকদিনের মধ্যেই ঘোষণা করা হবে বলে জানা গিয়েছে। বিজেপি-নীতীশ জোটকে এবার বিহার থেকে উৎখাত কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে ইন্ডিয়া জোট।

যোগী আসলে অনুপ্রবেশকারী তীব্র কটাক্ষ অখিলেশের

লখনউ: অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নের নাম করে বিজেপি মিথ্যাচার করছে। জাল নথি ব্যবহার করে সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করছে দেশে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে সুর মিলিয়ে এবার সোচ্চার হয়েছেন সপা নেতা অখিলেশ যাদব। রবিবার লখনউয়ে এক অনুষ্ঠানে অখিলেশের কটাক্ষ, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ নিজেই একজন অনুপ্রবেশকারী। উত্তরাখণ্ডের লোক। উনি নিজে আবার অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে কথা বলেন কী করে?

৪০ লক্ষের সোনার কলসি চুরি দিল্লির জৈনমন্দিরের চূড়া থেকে

নয়াদিল্লি: দুঃসাহসিক চুরি দিল্লির জ্যোতিনগরের জৈন মন্দিরে। মন্দিরের চূড়া থেকে রহস্যজনকভাবে চুরি গেল সোনার পাতে মোড়া কলসি। দাম প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা। সিসিটিভি ফুটেজ বলছে, শুক্রবার রাত ১২টা নাগাদ বিদ্যুতের তার বেয়ে মন্দিরের চূড়ায় উঠে সোনার কলসিটি নিয়ে চম্পট দেয় চোর। করবাচৌথে প্রচণ্ড ব্যস্ততার পরে মন্দির বন্ধ করে তখন চলে গিয়েছিলেন সকলে। সেই সুযোগেই তার বেয়ে চূড়ায় ওঠে চোর। সম্ভবত ওই তারে সে তখন বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল না। ২৫-৩০ কেজি ওজনের কলসিটি নিয়ে সে অক্ষত অবস্থায় নিচে নেমে এল কী করে সেটাই বিস্ময়ের। চোরকে এখনও ধরা সম্ভব হয়নি। লক্ষণীয়, দিন কয়েক আগে লালকেল্লার কাছে জৈনদের একটি অনুষ্ঠান থেকে ১ কোটি টাকা খোয়া গিয়েছিল রহস্যজনকভাবে।

উধমপুরে ভূমিধসে ভাঙল বাড়ি-হোটেল, অবরুদ্ধ জাতীয় সড়ক

শ্রীনগর: আবার ভূমিধসে বিধ্বস্ত জম্মু-কাশ্মীরের একাংশ। উধমপুরে ভেঙে গেল রাস্তা। রীতিমতো ক্ষতিগ্রস্ত বহু দোকান এবং বেশ কয়েকটি হোটেল। রবিবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ আচমকাই ধস নামে উধমপুরে। অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে জাতীয় সড়ক। জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কের পাশেই সোমরোলি ধসে মূলত ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই এলাকাই। নারসু বাজার এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। তবে বাড়ি ও দোকানগুলি দ্রুত খালি করে দেওয়ায় এড়ানো সম্ভব হয়েছে বড় বিপদ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নটধার উদ্যোগে রবিবার হাওড়ার রামগোপাল মঞ্চে মঞ্চস্থ হল নবপর্যায়ে 'ফুল ফুটুক'। সৃজনে শিব মুখোপাধ্যায়। আলো ও আবহ অর্ণ মুখোপাধ্যায়

খোলা হাওয়া

» স্বার্থপর ছবির ট্রেলার লঞ্চ অনুষ্ঠানে পরিচালক অন্নপূর্ণা বসু-সহ রঞ্জিত মল্লিক, কোয়েল মল্লিক, জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী, অনির্বাণ চক্রবর্তী, ইমন চক্রবর্তী এবং আরও অনেকে।

পেইন ফ্রি ইন্ডিয়া

» 'কাইরোপ্র্যাক্টর' অথবা 'চিরোপ্র্যাক্টর' হলেন এমন স্বাস্থ্য পেশাদার, যাঁরা মেরুদণ্ড, পেশি ও জয়েন্টের সমস্যা নির্ণয়, চিকিৎসা ও প্রতিরোধে কাজ করেন এবং সাধারণত হাত ব্যবহার করে চিকিৎসা করে থাকেন। এই বিষয়ে একজন যশস্বী ব্যক্তিত্বের নাম ডাঃ রজনীশ কান্ত। পাটনা এবং মুম্বইয়ে তাঁর ক্লিনিক থাকলেও দেশের বিভিন্ন জায়গায় তিনি ক্যাম্প করেন। রোগীদের ব্যথা উপশমের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন রাজ্যের কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে এই থেরাপি শিখিয়ে স্লোগান তুলেছেন 'পেইন ফ্রি ইন্ডিয়া' গড়ার। সম্প্রতি দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে মাঙ্গলিক উৎসব ভবনে তিনদিনের ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডাঃ রজনীশ কান্ত খুব ছোটবেলা থেকেই চিরোপ্র্যাক্টর বিদ্যায় পারদর্শী। তিনি বলেন, আমাদের দেশের চিকিৎসা পদ্ধতিতে এই সিস্টেম নতুন কিছু নয়, যদি দ্বাপর যুগের দিকে তাকিয়ে দেখেন তাহলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুঁজ ঠিক করেছিলেন এই পদ্ধতি অবলম্বন করে। এই চিকিৎসা পদ্ধতি বহু প্রাচীন। আমি হাজার হাজার দক্ষতা সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রী তৈরি করছি। ব্যথা মুক্ত ভারত গড়ার ডাক দিয়েছি। অনেক দামি দামি চিকিৎসক এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে আকৃষ্ট হয়েছেন।

গৌরব রত্ন সম্মান

» কৃষ্ণনগরের সাহিত্য সংস্কৃতি সংগঠন 'কথাকাহন'-এর উদ্যোগে কলকাতার আইসিসিআর আর্ট গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হল 'গৌরব রত্ন সম্মান ২০২৫'। অনুষ্ঠানে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিক্ষক, মনোবিদ ও সমাজসেবীকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননা প্রাপকদের মধ্যে ছিলেন সাহিত্যিক অপূর্ব প্রধান, মহঃ দবির হোসেন, গৌতম টিকাদার, মনোবিদ জয়শ্রী ভট্টাচার্য, ড. আকবর আলি শাহ প্রমুখ। অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন সৌরভ বিশাই ও সায়ন্তী পাল প্রমুখ। আয়োজক অপূর্ব হালদার জানান, এই সম্মাননা গুণীদের অবদানকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরল, প্রতিটা জেলায় এরকম আয়োজন জারি থাকবে। প্রকাশিত হয় ৮০ জন লেখকের লেখা নিয়ে কথাকাহন শারদ সংখ্যা।

বিজয়ার আড্ডা

» হৃদয় জুড়ে আছো তুমি... শীর্ষক বিজয়ার আড্ডার আয়োজন করেছিল হুগলির বন্দিপুরের 'কুশাঙ্কুর'। ১০ অক্টোবর কলকাতার লীলা রায় সভাঘরে কথায় কবিতায় সঙ্গীতে নৃত্য নাটকে বিকেল থেকে সন্ধ্যা এই আয়োজন ছিল বেশ মনোরম। প্রতিষ্ঠানের শিল্পীদের সমবেত কণ্ঠে কবিতা-গানে-নাচে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। বেশক'টি আমন্ত্রিত সংগঠন ও শিল্পীদের পরিবেশনাও ছিল মনোমুগ্ধকর। বিকেল থেকে কথার মালায় বেঁধে রাখে অমৃতা ঘোষাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শংকর আচার্য। মিষ্টি মুখের মধ্যে দিয়ে বিজয়া দশমীর শুভেচ্ছা বিনিময় হয় পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে।

পালিত প্রবরণা পূর্ণিমা

» কলকাতায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা পুণ্যের আশায় প্রতিবছর ত্রৈমাসিক বর্ষাবাস পালন করেন। এই প্রবরণা পূর্ণিমার নেতৃত্ব দেন টালিগঞ্জ সম্বোধি বুদ্ধ বিহারের পরিচালক ড. অরুণজ্যোতি ভিক্ষু। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা প্রতিবছর বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ত্রি চীবর বা চার খণ্ডের পরিধেয় বস্ত্র দান করেন। সাধারণত আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে শুরু হওয়া বর্ষাবাস ব্রতের মাধ্যমে এই পোশাক বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দেওয়ার বিধান রয়েছে। গৈরিক বস্ত্র তৈরি করা হয় বিশেষভাবে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের মধ্যে তুলো থেকে সুতো তৈরি করে, তা থেকে কাপড় বুনে। নানা আচার অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় নিয়মকানুন মেনে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দান দেওয়া হয়। টালিগঞ্জের ম্যুর অ্যাভিনিউ বৌদ্ধ সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত হয় এই বছর ৭৫তম দানোত্তম শুভ কঠিন চীবর দানোৎসব। দেশ-বিদেশ থেকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ভক্তরা শ্রদ্ধাভরে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের হাতে ত্রি চীবর তুলে দেন। সেখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ মানুষের মঙ্গল কামনার উদ্দেশ্যে ফানুস ওড়ানো হয়। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এলাকায় পদযাত্রা করেন। পদযাত্রায় নেতৃত্ব দেন টালিগঞ্জ সম্বোধি বুদ্ধ বিহারের পরিচালক ড. অরুণজ্যোতি ভিক্ষু। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে গৌতম বুদ্ধের দেখানো পথ খুবই প্রাসঙ্গিক। সেই পথেই আমাদের সকলকে এগিয়ে যেতে হবে।

সুধেন্দু মল্লিক স্মৃতি পুরস্কার

» ১১ অক্টোবর জীবনানন্দ সভাঘরে মেটেফুল পত্রিকার আয়োজনে কলকাতার যিশুর উদ্যোগে আয়োজিত হয় বিশেষ অনুষ্ঠান। শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মৌমিতাকে প্রদান করা হয় সুধেন্দু মল্লিক স্মৃতি পুরস্কার। ভয়েস অফ কলকাতা অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় প্রীতি সান্যাল এবং শাশ্বত গঙ্গোপাধ্যায়কে। সুধেন্দু মল্লিক স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন ঋতম মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন সুবোধ সরকার, সুজিত সরকার, বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, সাতকর্ণী ঘোষ প্রমুখ। পরিবেশিত হয় আবৃত্তি, কবিতাপাঠ।

বিদেশে পুজোর অনুষ্ঠানে

» জোনাই সিং-এর তত্ত্বাবধানে বিদেশে পুজোর অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করল বাংলা ব্যান্ড 'পৃথিবী'। নিজেদের অরিজিনাল গানে শ্রোতাদের মুগ্ধ করলেন কৌশিক চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বাংলার অতি পরিচিত ব্যান্ডটি।

কলকাতা নৃত্য সমারোহ

» ৭, ৮ এবং ১০ অক্টোবর, কলকাতার জ্ঞান মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল কলকাতা নৃত্য সমারোহ। প্রথমদিন ওড়িশি দ্বৈত নৃত্য পরিবেশন করেন অম্বিকা রায় এবং অর্চিতা চক্রবর্তী, ছিল দেবমিত্রা সেনগুপ্তর একক নৃত্য পরিবেশনা। সুতপা তালুকদারের গ্রুপ গুরুকুল পরিবেশন করে রামবন্দনা এবং মুখারি পল্লবী। শেষ নিবেদন ছিল কলকাতা ময়ূর ললিত নিবেদিত ওড়িশি নৃত্য বজ্রকান্তি পল্লবী। দ্বিতীয় দিনের প্রথম নিবেদন ছিলো কৃষ্ণতাণ্ডব, শিল্পী অদিতি বসু। দ্বিতীয় নিবেদন ছিল মালকোষ পল্লবী। যৌথ উপস্থাপনায় ছিলেন রোহিণী যাদব এবং প্রজ্ঞা সেন। ছিল ভরতনাট্যম শিল্পী মিলন অধিকারীর নৃত্য। এইদিনের শেষ নিবেদন ছিল সৌমেন কুণ্ডু এবং সুরজিৎ বিশ্বাসের দ্বৈতনৃত্য। উৎসবের শেষ দিন প্রথমার্ধে নিবেদিত হয় কলকাতা ময়ূর ললিত নিবেদিত নৃত্যনাট্য বিশ্বমঙ্গল। ছিল শিশুশিল্পীদের চিত্তাকর্ষক নৃত্যনাট্য দুর্গতিনাশিনী। শেষ নিবেদন ছিল কুচিপুড়ি। যৌথ নৃত্য পরিবেশনায় ছিলেন আত্রেয়ী সেনগুপ্ত এবং শিল্পীবৃন্দ। তিনদিনের এই শাস্ত্রীয় নৃত্য প্রদর্শনী সকলের মন জয় করে নিয়েছিল। পরিচালনায় ছিলেন কলকাতা ময়ূর ললিত ড্যান্স অ্যাকাডেমির কর্ণধার দেবমিত্রা সেনগুপ্ত।

মাঠে ময়দানে
13 October, 2025 • Monday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কাসপারভের বিরুদ্ধে হারের কারণ প্রস্তুতির অভাব। বলছেন বিশ্বনাথন আনন্দ

মিতালির নামে স্ট্যান্ডের উদ্বোধন

বিশাখাপত্তনম, ১২ অক্টোবর : ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের আগে বিশেষ সম্মান পেলেন প্রাক্তন অধিনায়ক মিতালি রাজ এবং রবি কল্পনা। বিশাখাপত্তনম স্টেডিয়ামে মিতালির নামাঙ্কিত স্ট্যান্ডের কথা আগেই ঘোষণা করেছিল অন্ধ্র ক্রিকেট সংস্থা। যা এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচিত হল। পাশাপাশি প্রাক্তন উইকেটকিপার কল্পনার নামে স্টেডিয়ামের একটি গেট উদ্বোধন করা হল। প্রসঙ্গত, মিতালির নামে স্ট্যান্ডের প্রস্তাব করেছিলেন বর্তমান ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা। এদিন এক বিবৃতিতে অন্ধ্র ক্রিকেট সংস্থা জানিয়েছে, মিতালি রাজ ও রবি কল্পনার প্রতি এটা আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁরা নতুন প্রজন্মের প্রেরণা। প্রসঙ্গত, একদিনের ক্রিকেটে সবথেকে বেশি রানের ভারতীয় রেকর্ড এখনও মিতালির দখলে। ২৩২ ম্যাচে ৭৮০৫ রান করেছেন তিনি। এছাড়া টি-২০ ফরম্যাটে ভারতের হয়ে ৮৯ ম্যাচ খেলে করেছেন ২৩৬৪ রান। ১২টি টেস্টে মিতালির রান ৬৯৯।

ব্যর্থ বাবর

লাহোর : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে রান পেলেন না বাবর আজম। রবিবার মাত্র ২৩ রান করে প্যাভিলিয়নে ফিরলেন তিনি। তবে প্রথম দিন পাকিস্তানের রান ৫ উইকেটে ৩১৩। সেঞ্চুরি হাতছাড়া করলেন ইমাম উল হক (৯৭ রান)। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে, দ্রুত আবদুল্লা শফিকের (২) উইকেট হারিয়েছিল পাকিস্তান। তবে ইমাম ও অধিনায়ক শান মাসুদ (৭৬) দলকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে দেন। এরপর সাউদ শাকিল শূন্য রানে আউট হলেও, দলকে টানছেন মহম্মদ রিজওয়ান ও সলমন আঘা। দিনের শেষে রিজওয়ান ৬২ রানে এবং আঘা ৫২ রানে অপরাজিত রয়েছেন।

চাপে বাংলাদেশ

আবু ধাবি : আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচেও হার বাংলাদেশের। ১৯১ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে, ২৮.৩ ওভারে মাত্র ১০৯ রানে গুটিয়ে যায় বাংলাদেশ। ১৭ রানে ৫ উইকেট নেন রশিদ খান। ০-২ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকার সুবাদে তিন ম্যাচের সিরিজও হারল বাংলাদেশ। এর ফলে ২০২৭ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের সরাসরি খেলার স্বপ্নও ধাক্কা খেয়েছে। কারণ আইসিসি ওয়ান ডে র‍্যাঙ্কিংয়ের প্রথম আটটি দল সরাসরি বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ পাবে।

স্মৃতির নজিরেও হার ভারতের

ভারত ৩৩০ (৪৮.৫)
অস্ট্রেলিয়া ৩৩১-৭ (৪৯ ওভার)

বিশাখাপত্তনম, ১২ অক্টোবর: ইতিহাস গড়ে বিশ্বকাপের মঞ্চে সর্বোচ্চ রানের (৩৩০) রেকর্ড গড়েও হার ভারতের। এক ওভার হাতে রেখে ৩ উইকেটে ম্যাচ জিতে নিল অস্ট্রেলিয়ার মেয়েরা। কেন তারা মেয়েদের ওয়ান ডে-তে সাতবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, আবারও দেখিয়ে দিল অস্ট্রেলিয়া। মেয়েদের ওয়ান ডে-তে সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের নজির অস্ট্রেলীয়দের। কার্যত একার হাতে ম্যাচ ঘুরিয়ে দিলেন অধিনায়ক অ্যালিসা হিলি। ১০৭ বলে ১৪২ রান করে তিনি ম্যাচের সেরা। কাজে এল না স্মৃতি মান্ধানা, প্রতীকা রাওয়ালের বড় রান। জলে গেল স্মৃতির একাধিক নজির। শেষ ৭-৮ ওভারে পরপর উইকেট হারিয়ে আরও কিছু রান তুলতে ব্যর্থ হল ভারত। দিনের শেষে তার মাশুল গুনতে হল হরমনদের। টানা দুই ম্যাচ হেরে চাপে দল।

রান পাচ্ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বড় ম্যাচেই রানে ফিরলেন। একাধিক নজিরও গড়লেন। প্রথম মহিলা ব্যাটার হিসেবে ওয়ান ডে ক্রিকেটে এক ক্যালেন্ডার বছরে ১০০০ রান করার

দুরন্ত সেঞ্চুরির পর অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক হিলি। রবিবার বিশাখাপত্তনমে।

অনন্য নজির গড়লেন স্মৃতি। একইদিনে মেয়েদের একদিনের ক্রিকেটে দ্রুততম ৫০০০ রান করার বিশ্বরেকর্ডও গড়লেন ভারতীয় তারকা। ১১২ ইনিংসে স্মৃতি এই মাইলফলকে পৌঁছলেন।

সহজ ব্যাটিং উইকেটে দুরন্ত শুরু করে উইমেন্স ইন ব্লু। স্মৃতি ও প্রতীকা রাওয়ালের ওপেনিং জুটিতেই ২৪.২ ওভারে ভারত তুলে ফেলে ১৫৫ রান। এরপরই স্মৃতির উইকেট হারায় দল। ৬৬ বলে ৮০ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলে সোফি মোলিনক্সের বলে আউট হন ভারতীয় ওপেনার। ৭৫ রান করে প্রতীকা ফেরেন। অধিনায়ক হরমনপ্রীত, জেমাইমা রডরিগেজ, হরলিন দেওলরা থিতু হয়েও উইকেট উপহার দিয়ে আসেন। বাংলার রিচা ঘোষ এদিনও আগ্রাসী মেজাজে ব্যাট করেন। শেষ পর্যন্ত অ্যানাবেল সাদারল্যান্ডের বলে ২২ বলে ৩২ রান করে আউট হন রিচা। ভাল জায়গায় থেকেও ৩৩০-এর বেশি রান করতে পারেনি ভারত। বল হাতে অস্ট্রেলিয়ার অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড ৫ উইকেট নেন।

অস্ট্রেলিয়া পাল্টা জবাব দিয়ে শুরু করে। ঝড়ের গতিতে রান তোলেন দুই ওপেনার অধিনায়ক হিলি ও ফোব লিচফিল্ড। মাত্র ১১ ওভারেই ওপেনিং জুটিতে অস্ট্রেলিয়া ৮৫ রান করার পর লিচফিল্ডকে (৪০) ফেরান ভারতীয় বাঁ-হাতি স্পিনার শ্রী চরনী। এরপর এলিস পেরিকে সঙ্গে নিয়ে স্কোরবোর্ড সচল রাখেন হিলি। পেরি আহত অবসৃত হয়ে ফিরলে ছন্দে থাকা বেথ মুনি (৪) এবং সাদারল্যান্ডের (০) পরপর উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু গার্ডনারকে সঙ্গে নিয়ে ভারতকে নিরাশ করেন সেই হিলি। ঝোড়ো ইনিংস খেলে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন। শেষমেশ হিলিকে (১০৭ বলে ১৪২) আউট করে ভারতকে জয়ের স্বপ্ন দেখান দুরন্ত বোলিং করা শ্রী চরনী। ৪৪তম ওভারে গার্ডনারকে (৪৫) প্যাভিলিয়নের রাস্তা দেখান আমনজোত। এরপর তালিয়া ম্যাকগ্রা (১২) ও সোফি মোলিনক্সকে (১৮) ফিরিয়ে দীপ্তি ও আমনজোত ভারতকে আশা দেখালেও এলিস পেরি (অপরাজিত ৪৭) ফের মাঠে নেমে হরমনপ্রীতদের জয়ের স্বপ্নে জল ঢেলে দেন। কিম গর্থকে (অপরাজিত ১৪) সঙ্গে নিয়ে অস্ট্রেলিয়াকে জিতিয়ে দেন এলিস। ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে সফল বোলার শ্রী চরনী (৩-৪১)।

ঋষভের বুলস আই

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : চোটমুক্ত ঋষভ পন্থ এবার ২২ গজে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সব কিছু ঠিক থাকলে চলতি মাসে দিল্লির হয়ে রঞ্জি ম্যাচ দিয়ে মাঠে ফিরতে চলেছেন তিনি। ঋষভের পাখির চোখ আগামী মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ। তার আগে রবিবার তিরন্দাজ অবতারে দেখা গেল ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটারকে। তিন-ধনুক হাতে প্রথম প্রচেষ্টাতেই বুলস আই মেরেছেন ঋষভ। সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করতেই মুহূর্তেই তা ভাইরাল হয়ে যায়। ওই ভিডিওর ক্যাপশনে ঋষভ লিখেছেন, প্রথম চেষ্টায় বুলস আই খুব খারাপ নয়। ওই ভিডিওতে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, আমি একটা কোণে আটকে পড়েছিলাম। কিন্তু সেখান থেকে দারুণ ভাবে বেরিয়ে এসেছি। অর্থাৎ তিনি যে এই মুহূর্তে পুরো ফিট, সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন ঋষভ।

আমাদের বোলারদের এত মেরো না, যশস্বীকে লারা

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর: দুর্ভাগ্যজনকভাবে রান আউট হয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে মাত্র ২৫ রানের জন্য ডাবল সেঞ্চুরি হাতছাড়া করেছেন যশস্বী জয়সওয়াল। ১৭৫ রানের ইনিংস খেলার পর দিনের শেষে মাঠেই ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি ব্রায়ান লারার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ভারতের তরুণ ওপেনিং ব্যাটসম্যান। দুই প্রজন্মের দুই সেরা বাঁ-হাতির সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতের ভিডিও বিসিসিআই টিভিতে শেয়ার করা হয়েছে। দু'জনের কুশল বিনিময়ের পর ভারতীয় ব্যাটারকে লারা বলেন, আমাদের বোলারদের খারাপভাবে মেরো না। লারার অনুরোধে হেসে ফেলেন যশস্বী। ত্রিনিদাদের রাজপুত্রের মন্তব্যে কিছুটা অস্বস্তিতেও পড়ে যান ভারতীয় তরুণ। লারার অনুরোধের প্রত্যুত্তরে যশস্বী বলেন, না স্যার! আমি চেষ্টা করছি!

মজার ছলে বললেও লারার অনুরোধেই স্পষ্ট, ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কতটা যন্ত্রণাবিদ্ধ তিনি। আইপিএলের দৌলতে যশস্বীদের সঙ্গে সখ্য বেড়েছে লারার। ভারতীয় তরুণ ওপেনারের মধ্যে নিজের ছায়াও হয়তো দেখেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন অধিনায়ক। বিভিন্ন সময় নিজে থেকে এগিয়ে এসে যশস্বীকে পরামর্শও দিয়েছেন লারা।

ভারতীয় বোর্ডের শেয়ার করা ভিডিওতে যশস্বী জানিয়েছেন, তাঁর কাছে সবসময় দল আগে। তাঁর কথায়, আমি সবসময় দলকে আগে রাখি। কীভাবে দলের জন্য খেলতে পারি এবং ব্যাট করার সময় দলের প্রয়োজনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কী হতে পারে, এগুলোই মাথায় রাখার চেষ্টা করি। এই প্রশ্নগুলো মাথায় থাকলে কীভাবে ব্যাট করতে হবে, কী শট খেলতে হবে, এর উত্তরও পেয়ে যাব। ক্রিজে থিতু হয়ে গেলে আমার চেষ্টা থাকে যত বেশি সম্ভব ব্যাট করে যাওয়া। এই মানসিকতাই রাখি, শুরুটা ভাল করলে সেটাকে বড় রানে পরিণত করতে হবে।

অ্যাশেজ জয়ের সুযোগ ইংল্যান্ডের

লন্ডন, ১১ অক্টোবর: চলতি বছর জুলাইয়ে ভারতের বিরুদ্ধে শেষ টেস্ট খেলেই অবসর ঘোষণা করেন ক্রিস ওকস। ওভালে বিদায়ী টেস্টে ভাঙা কাঁধ নিয়েও দলের স্বার্থে ব্যাট করতে নেমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ঘরের মাঠে ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ ড্র করলেও এবার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ১৪ বছরের খরা কাটিয়ে অ্যাশেজ জয়ের ভাল সুযোগ রয়েছে ইংল্যান্ডের। এমনটাই মনে করছেন ওকস।

বলছেন ওকস

২০১০-১১ মরশুমে শেষবার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অ্যাশেজ জিতেছিল অ্যান্ড্রু স্ট্রসের ইংল্যান্ড। বিবিসি রেডিওকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ওকস জানিয়েছেন, তিনি বেন স্টোকসের নেতৃত্ব এবং কোচ ব্রেন্ডন ম্যাকালামের অধীনে ইংল্যান্ডের ভয়ডরহীন ক্রিকেটে ভরসা রাখছেন। ওকস বলেছেন, আমাদের এবারের দলটা দুর্দান্ত। দলে গভীরতা রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে খেলাটা সবসময় আলাদা ব্যাপার। কিন্তু আমার আশা, এবার ছেলেরা ওখানে গিয়ে খুব ভাল খেলবে। যদি প্রথম এগারোয় সবাই চূড়ান্ত ফিট থাকে এবং মাঠে নিজেদের পরিকল্পনা কাজে লাগাতে পারে, তাহলে এবার আমাদের সামনে বিরাট সুযোগ রয়েছে।

ওকস আরও বলেছেন, স্টোকসের দলটা অতীতের অনেক দলের থেকে এগিয়ে। তারুণ্য ও অভিজ্ঞতার মিশ্রণে ভারসাম্যযুক্ত দল। অ্যাশেজে অনেক বেশি বিষবাষ্প নিয়ে খেলা হয়। এর অর্থ ঠিক কী, এটা আন্তজাতিক ক্রিকেটে অভিজ্ঞ আমাদের খেলোয়াড়রা জানে। গত কয়েক বছরে আমরা নিজেদের গুছিয়ে নিয়েছি। এবার সেরা ফল আশা করছি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উহান ওপেনে র‍্যাকেট ছুঁড়লেন সাবালেঙ্কা। অল্পের জন্য রক্ষা বল বয়ের

মাঠে ময়দানে

পেনাল্টি মিস রোনাল্ডোর, হ্যাটট্রিক হালান্ডের

জোটার জার্সিতে গোল করে পর্তুগালকে জেতালেন নেভেস

পেনাল্টি মিস করে হতাশ রোনাল্ডো।

লিসবন, ১২ অক্টোবর : প্রয়াত বন্ধুকে স্মরণ করে তাঁর ২১ নম্বর জার্সি পরে মাঠে নেমেছিলেন রুবেন নেভেস। আর তিনিই স্টপেজ টাইমে গোল করে জিতিয়ে দিলেন পর্তুগালকে। গাড়ি দুর্ঘটনায় নিহত দিয়েগো জোটাকে এর থেকে ভাল আর কীভাবে শ্রদ্ধা জানানো যেত!

৭৫ মিনিটে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পেনাল্টি বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন আইরিশ গোলকিপার। তখন মনে হচ্ছিল আয়ারল্যান্ড শেষপর্যন্ত ড্র রাখতে পারবে ম্যাচ। কিন্তু শেষমেশ হেরে তারা ১ পয়েন্ট নিয়ে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে সবার নিচে থেকে গেল। আর পর্তুগাল ৯ পয়েন্ট নিয়ে এফ গ্রুপে সবার উপরে থাকল। দ্বিতীয় স্থানে থাকা হাঙ্গেরির সঙ্গে তাদের ৫ পয়েন্টের পার্থক্য। এই দুটো দল মঙ্গলবার বুদাপেস্টে মুখোমুখি হবে।

জয়সূচক গোল নেভেস হেডে করেছিলেন। এস্তাদিও জোস আলভালাদেতে ৬০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে এই ফুটবলারের এটি প্রথম গোল। ফ্রান্সিসকো ট্রিঙ্কাওয়ের ক্রসে হেড করে গোলটি করেছেন। স্টপেজ টাইমের সেটা ১ মিনিট। বাকি ম্যাচে আর কেউ গোল করতে পারেনি। তার আগে আইরিশ ডিফেন্সকে ভাঙতে নাস্তানাবুদ হয়েছে ফেভারিট পর্তুগাল।

ম্যাচ ভাল যায়নি রোনাল্ডোর জন্যও। এটা ছিল তাঁর ৫০তম কোয়ালিফায়ার ম্যাচ। ১৭ মিনিটে রোনাল্ডোর শট বার পোস্টে লেগে বার্নার্দো সিলভার কাছে এলে তিনি গোল করতে ব্যর্থ হন। ৭০ মিনিটে নুনো মেন্ডেসের স্কোয়ার পাসেও রোনাল্ডো গোলের দরজা খুলতে পারেননি। ৫ মিনিট পর তাঁর পেনাল্টি শট অসাধারণ দক্ষতায় বাঁচিয়ে দেন আয়ারল্যান্ডের গোলকিপার কেলেহার। যিনি গোটা ম্যাচে অনেক গোল বাঁচিয়েছেন।

শনিবারের অন্য ম্যাচে হাঙ্গেরি ২-০ গোলে হারিয়েছে আর্মেনিয়াকে হারিয়েছে। ইতালি ৩-১ গোলে হারায় এস্তোনিয়াকে। ইউরোপ চ্যাম্পিয়ন স্পেন ২-০ গোলে জর্জিয়াকে হারিয়ে জয়ের ধারা অব্যহত রেখেছে। এছাড়া তুরস্ক ৬-১ গোলে হারিয়েছে বুলগেরিয়াকে। তবে বাছাই পর্বের ম্যাচে সবথেকে বেশি নজর কেড়েছেন আর্লিং হালান্ড। নরওয়ের ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ৫-০ গোলে জয়ের ম্যাচে তিনি হ্যাটট্রিক করেছেন। ৪৬ ম্যাচে ৫১ গোল করে তিনিই এখন দ্রুততম স্কোরার।

মুখ্যমন্ত্রীকে ফের চিঠি মহামেডানের

আইএসএলে খেলা নিয়ে সংকট

প্রতিবেদন: সব কিছু ঠিক থাকলে ডিসেম্বরের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে শুরু হতে পারে আইএসএল। এফএসডিএলই ফের দেশের সেরা লিগ আয়োজনের দায়িত্ব পেতে চলেছে বলে সূত্রের খবর। কিন্তু কলকাতার অন্যতম প্রধান মহামেডান স্পোর্টিং কি আদৌ এবার আইএসএলে খেলতে পারবে? সম্ভাবনা ক্রমশ কমছে। ক্লাব কর্তা এবং সমর্থকদের ভরসা এখন একজনই। তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনভেস্টর সমস্যা এখনও মেটেনি। মুখ্যমন্ত্রীই হতে পারেন মহামেডানের মুশকিল আসান। রবিবার আরও একবার মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছে ক্লাব। সময় চলে যাচ্ছে, নতুন ইনভেস্টর চূড়ান্ত হচ্ছে না। শহরের একটি নামী সংস্থার সঙ্গে কথা এগিয়েছিল মহামেডানের। কিন্তু গত মরশুমে কোচ, ফুটবলার, সাপোর্ট স্টাফ এবং ভেন্ডরদের বকেয়া বাবদ ২২ কোটি টাকা দিতে রাজি নয় সংস্থাটি। ফলে এদিন নতুন করে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে মহামেডান কর্তারা অনুরোধ করেছেন, যদি বিকল্প কিছু ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। না হলে আর্থিক সমস্যায় আইএসএলে অংশগ্রহণ আটকে যাবে ক্লাবের।

শুধু আইএসএল নয়, সুপার কাপেও মহামেডানের খেলা নিয়ে সংকট এখনও কাটেনি। ফুটবলারদের বকেয়া না মেটানোয় মহামেডানকে বাদ দিয়ে সুপার কাপ করার জন্য ফেডারেশনকে চিঠি দিয়ে রেখেছে এফএসডিএল। সোমবার সেই চিঠি নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা ফেডারেশনের বৈঠকে। মহামেডান কর্তা মহম্মদ কামারুদ্দিন বললেন, আমাদের অবস্থা শোচনীয়। মুখ্যমন্ত্রীকে এই নিয়ে তৃতীয়বার চিঠি দিলাম। দেখি কিছু হয় কি না! সুপার কাপ খেলার জন্য আমরা গোয়ায় হোটেল বুক করেছি। খেলোয়াড়দের ফ্লাইটের টিকিট কাটা হয়ে গিয়েছে। ১৭ অক্টোবর থেকে কলকাতায় অনুশীলন শুরু হওয়ার কথা। এখন যদি আমাদের সুপার কাপ খেলতে না দেওয়া হয়, তাহলে ক্ষতিপূরণ চাইব ফেডারেশনের কাছে। এদিকে, ইনভেস্টর না আনতে পারলে কর্তারা পদত্যাগ করতে রাজি।

শেষ চারে আর্জেন্টিনা

সান্তিয়াগো, ১২ অক্টোবর : অনূর্ধ্ব ২০ বিশ্বকাপ জেতার পথে আরও একটি ধাপ এগিয়ে গেল আর্জেন্টিনা। আয়োজক মেক্সিকোকে ২-০ গোলে হারিয়ে টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে উঠেছে আর্জেন্টিনা। চড়া মেজাজের ম্যাচে সাতটি হলুদ ও দু'টি লাল কার্ড দেখেছেন মেক্সিকোর ফুটবলাররা। প্রসঙ্গত, ২০০৭ সালের পর এই প্রথম যুব বিশ্বকাপের শেষ চারে উঠল আর্জেন্টিনা। খেলার ৯ মিনিটেই আর্জেন্টিনাকে এগিয়ে দেন মাহের কারিজো। ৫৬ মিনিটে ২-০ করেন পরিবর্ত হিসাবে মাঠে নামা মাতেও সিলভেত্তি। সংযুক্ত সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে লাল কার্ড দেখেন মেক্সিকোর দিয়েগো ওচোয়া। সংযুক্ত সময়ের সপ্তম মিনিটে লাল কার্ড দেখেন মেক্সিকোর আরেক ফুটবলার তাহিয়েল জিমিনেজ। এবার সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনার সামনে আরেক লাতিন আমেরিকান দেশ কলম্বিয়া। অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে কলম্বিয়া টানটান উত্তেজনার মধ্যে ফেভারিট স্পেনকে ৩-২ গোলে হারিয়ে বড় চমক দিয়েছে।

মেসি-ম্যাজিকে ৪-০ মায়ামির

অপ্রতিরোধ্য মেসি।

মায়ামি, ১২ অক্টোবর : দেশের হয়ে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে খেলেননি। তবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ক্লাবের জার্সিতে মাঠে নেমে জোড়া গোল করলেন লিওনেল মেসি। ইন্টার মায়ামিও মেজর লিগ সকারে আটলান্টাকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে। জোড়া গোল ছাড়া একটি অ্যাসিস্ট করে ম্যাচের নায়ক মেসি।

মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়ামে আয়োজিত ম্যাচের ৩৯ মিনিটে মেসির গোলে এগিয়ে গিয়েছিল মায়ামি। বিপক্ষের দুই ডিফেন্ডারকে টপকে দুরন্ত শটে গোল করেন তিনি। ৫২ মিনিটে মেসির পাস থেকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন জর্ডি আলবা। ৬১ মিনিটে লুইস সুয়ারেজের গোলে ৩-০। ৮৭ মিনিটে গলের চতুর্থ তথা ব্যক্তিগত দ্বিতীয় গোলটি করেন মেসি। মোট ২৬ গোল করে তিনিই আপাতত মেজর লিগ সকারের সর্বোচ্চ গোলদাতা। এদিন খেলা শেষ হওয়ার পর, সম্প্রতি অবসর ঘোষণা করা আলবাকে বিদায়ী সংবর্ধনা দেওয়া হয় ইন্টার মায়ামির তরফ থেকে। স্প্যানিশ তারকাকে সম্মান জানাতে স্টেডিয়ামের জায়ান্ট স্ক্রিনে দেখানো হয় তাঁর ফুটবল কেরিয়ারের উপর একটি সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্রও। আবেগে ভেসে গিয়েছেন আলাবাও। তিনি বলেছেন, ক্লাবের পক্ষ থেকে এটা ছিল দারুণ চমক। কারণ এই তথ্যচিত্রে আমি যে সব কোচদের অধীনে খেলেছি, তাঁদের বক্তব্য রয়েছে। নিজের কেরিয়ারের জন্য আমি গর্বিত। এবার শেষ ম্যাচটাও জিতে কেরিয়ারে ইতি টানতে চাই। প্রসঙ্গত, আগামী ১৯ অক্টোবর নাশভিলের বিরুদ্ধে লিগের শেষ ম্যাচ খেলবে ইন্টার মায়ামি।

মোলিনার দলে বদল, হিরোশির খেলা নিয়ে ধন্দ

প্রতিবেদন: আইএফএ শিল্ডে নিজেদের প্রথম ম্যাচে দুই প্রধানই বড় ব্যবধানে জিতেছে। ইস্টবেঙ্গল জিতেছে চার গোলে। পাল্টা মোহনবাগান জিতেছে পাঁচ গোলে। মঙ্গলবার ইস্টবেঙ্গল গ্রুপের শেষ ম্যাচ খেলবে আই লিগের দল নামধারী এফসি-র বিরুদ্ধে। নিজেদের প্রথম ম্যাচে নামধারী জিতেছে ৩-০ গোলে। নামধারীর বিরুদ্ধে নতুন জাপানি ফরোয়ার্ড হিরোশি ইবুসুকির খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। তাঁর আইটিসি এখনও আসেনি। ফলে নামধারী ম্যাচের জন্য জাপানিকে রবিবার রেজিস্ট্রেশন করাতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। এখনও পুরো ম্যাচ ফিট নন তিনি। তাই কোচ অস্কার ব্রুজো আরও কিছুটা সময় নেবেন। বুধবার মোহনবাগানের সামনে কলকাতা লিগের রানার্স ইউনাইটেড স্পোর্টস। তারা এদিন গোকুলামকে ১-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে ওঠার আশা জিইয়ে রেখেছে। মোহনবাগান কোচ জোসে মোলিনা দলে বদল আনতে বাধ্য হচ্ছেন শুভাশিস বসু ও আপুইয়া জাতীয় দলে যোগ দেওয়ায়।

ফেডারেশনে গৃহীত হল নতুন গঠনতন্ত্র

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশমতো সংশোধিত গঠনতন্ত্রকে মান্যতা দিল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ)। তবে দু'টি বিতর্কিত ধারা বাদ রেখে। নতুন গঠনতন্ত্রের ধারা ২৩ এবং ধারা ২৫.৩ (দ্বৈত পদে নয়)-এ আপত্তি রয়েছে সদস্যদের। সুপ্রিম কোর্টে ফেডারেশনের আপত্তি নিয়ে শুনানিও হয়েছে। সর্বোচ্চ আদালত এই নিয়ে রায় দেওয়ার পর তাতে স্বীকৃতি দেবে এআইএফএফ। একইসঙ্গে এদিন আইএফএ, ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া ফুটবল সংস্থা, দিল্লি ফুটবল সংস্থা এবং মিজোরাম কিছু ধারা নিয়ে নোট অফ ডিসেন্ট রেজিস্টার করেছে। প্রশ্ন উঠছে, আংশিকভাবে গঠনতন্ত্র গৃহীত হতে পারে কি না!

৩০ অক্টোবরের মধ্যে ফেডারেশনে নতুন সংবিধান বা গঠনতন্ত্র কার্যকর করার চূড়ান্ত সময়সীমা ছিল। গত ১৯ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্ট নতুন সংবিধান অনুমোদন করেছিল। সেইমতো রবিবার বিশেষ সাধারণ সভায় সংশোধিত সংবিধান পাশ করিয়ে নেওয়া হল। বহুদিন পর ফেডারেশনের সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সভাপতি প্রফুল প্যাটেল এবং সহসভাপতি সুব্রত দত্ত। প্রফুল, সুব্রতরা এদিন সভায় সুর চড়ান। বুঝিয়ে দিয়েছেন, সভাপতির পদে কল্যাণ চৌবে তাঁর একের পর এক অনৈতিক কাজকর্ম এবং দুর্নীতিতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা হারিয়েছেন। দু'টি ধারায় আপত্তি থাকায় প্রফুল, সুব্রতরা নতুন করে এসজিএম ডাকার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তা মানা হয়নি। আইএফএ চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত বললেন, আমরা বলেছিলাম ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত যখন হাতে সময় আছে, তখন আপত্তির জায়গাগুলো অনুমোদন করার জন্য নতুন করে এসজিএম ডাকা হোক। আমরা রাজ্য সংস্থার স্বার্থরক্ষার কথাই বলেছি।

মাঠে ময়দানে
13 October, 2025 • Monday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কুলদীপ গত ৮-৯ বছরে মাত্র ১৫ টেস্ট খেলেছে, এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক: অনিল কুম্বলে

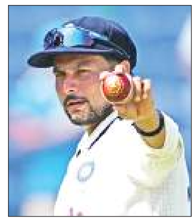

নিশ্চিত হারের মুখে লড়াই ক্যাম্পবেলদের

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : ইংল্যান্ড সফরে বসে থাকার পর কুলদীপ যাদব ঘরের মাঠে দুই টেস্টেই খেললেন। বাঁহাতি চায়নাম্যান বোলারের একটা ব্যাপার আছে। সুযোগ পেলেই তিনি উইকেট নেন। রবিবার যেমন টেস্ট ক্রিকেটে পঞ্চমবার পাঁচ উইকেট নিলেন তিনি। বাঁহাতি রিস্ট স্পিনারদের মধ্যে তিনিই দ্রুততম। ক্যারিবিয়ানদের প্রথম ইনিংসে কুলদীপ নেন ৮২ রানে ৫ উইকেট। তাঁর জন্যই ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংস শেষ হয়েছে ২৪৮ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে অবশ্য এখনও তিনি উইকেট পাননি।

মন্দের ভাল ড্যারেন স্যামির দল তবু আড়াইশোর কাছাকাছি গেল। আর লড়াইটা জারি থাকল ফলোঅনের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও। ১৭৩-২ নিয়ে ক্যাম্পবেল (ব্যাটিং ৮৭) ও হোপ (৬৬) যখন ড্রেসিংরুমে ফিরছেন তখনও অবশ্য ঘাড়ের উপর ৯৭ রানের ঘাটতি বোঝা। এই রানটা সোমবার তুলতে পারলে তবেই ভারতকে আবার ব্যাট করানো যাবে। নাহলে ফের ইনিংস হার। কিন্তু প্রথম দফায় ২৭০ রানে পিছিয়ে থেকে ক্যারিবিয়ানরা এদিন যে লড়াই করল সেটা প্রশংসাযোগ্য। আমেদাবাদে শোচনীয় ইনিংস হারের পর এখানে অন্তত কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

এই দলটার মধ্যে টেস্ট খেলার মানসিকতা নেই বলেছিলেন পণ্ডিতরা। বলার কারণ, এরা সবাই সারা বছর ক্রিকেট দুনিয়ায় টি-২০ লিগ খেলে বেড়ান। কিন্তু এদিন ক্যাম্পবেল আর হোপ দু'জনেই জাদেজা ও কুলদীপের বিরুদ্ধে সাবলীল ব্যাটিং করেছেন। একদম টেস্ট ম্যাচ ব্যাটিং। যেমন স্পিনারের লেংথ-লাইন নষ্ট করতে ব্যাটারদের সবথেকে বড় অস্ত্র সুইপ। কোটলায় এই অস্ত্রই বারবার ব্যবহার করেন ক্যারিবিয়ান ব্যাটাররা। দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের যে দুটি উইকেট পড়েছে সেটা নিয়েছেন সিরাজ ও ওয়াশিংটন

কুলদীপের পাঁচ উইকেট। টেস্টে এই নিয়ে পঞ্চমবার।

সুন্দর। অথচ, প্রথম ইনিংসের দুই সফল স্পিনার কুলদীপ ও জাদেজা মিলে ২৫ ওভার বল করেও উইকেটের মুখ দেখতে পারেননি। আর বুমরা দ্বিতীয় দফায় ৪ ওভারের বেশি বল করেননি।

দ্বিতীয় ইনিংসে ক্যাম্পবেল আর হোপ মিলে অসমাপ্ত উইকেটে ১৩৮ রান যোগ করেছেন। আরও ৯৭ রান তুলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভারতকে আবার ব্যাট করতে নামাতে পারে কি না সেটা সময় বলবে। কিন্তু এদিন শেষবেলায় দুই নট আউট ব্যাটার শুভমনদের ধৈর্যের পরীক্ষা নিয়েছেন। তেজনারায়ণ চন্দ্রপল আর অ্যালিক আথানেজ তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়েছেন। ক্যারিবিয়ানদের দুই উইকেট পড়ে গিয়েছিল ৩৫ রানে। আর এখান থেকে ম্যাচ ধরে নেন ক্যাম্পবেল ও হোপ। অতঃপর তিন স্পিনার মিলে অনেক চেষ্টা করেও দু'জনের ডিফেন্সের ফাঁক বের করতে পারেননি। চলতি সিরিজে ক্যারিবিয়ানদের প্রথম হাফ সেঞ্চুরি ক্যাম্পবেলের। পরে হোপও সেটাই করেছেন।

ক্যাম্পবেলরা দ্বিতীয় ইনিংসের এই লড়াই যদি প্রথম ইনিংসে দেখাতে পারতেন তাহলে দিল্লি টেস্ট জমে যেত। যেহেতু বল এরপর আরও ঘুরবে। আর ভারতকে চতুর্থ ইনিংসে ব্যাট করতে হবে। অবশ্য সেটার যদি আদৌ প্রয়োজন পড়ে। আগেরদিন জাদেজা যে প্রান্ত থেকে বল করে তিন উইকেট নিয়েছিলেন, সকালে সেখান থেকে কুলদীপকে দিয়ে শুরু করেছিলেন শুভমন। তাঁর স্পিনকে কিন্তু ক্যারিবিয়ানরা সামলাতে পারেনি। হোপ (৩৬) কুলদীপের গুগলিতে ঠকে যান। ইমালাচও (২১) তাঁর শিকার। এরপর গ্রিভসও ঠকে যান কুলদীপের বলে। পরের দিকে খারি পিয়ার (২৩), অ্যান্ডারসন ফিলিপস (২৪ নট আউট) ও জেডেন সিলস (১৩) চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাতেও ফলো অন বাঁচানো যায়নি।

প্রথম দিন যশস্বী জয়সওয়ালের হাতে এক ওভারে তিনটি বাউন্ডারি হজম করার পর হতাশায় তাঁর দিকে বল করেছিলেন সিলস। আইসিসি তাঁর ম্যাচ ফি-র ২৫ শতাংশ কেটে নিয়েছে। এই গনগনে আঁচ যদি ক্যারিবিয়ানরা মাঠে দেখাতে পারেন তাহলে দিল্লি টেস্টে আরও কিছুটা লড়াই দেবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তবে বল এবার আরও ঘুরবে। এখনও ৯৭ রানের ঘাটতি, সেটাও খুব কম নয়। এই আবহে কুলদীপ, জাদেজা ও ওয়াশিংটন সুন্দর চতুর্থ দিনে আরও চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবেন। ফলে রবিবাসরীয় রাজধানীতে ক্যারিবিয়ানরা যতই লড়ুক না কেন, হারের খাঁড়া এখনও তাদের সামনে ঝুলছে। যা থেকে নিস্তার পাওয়া খুব কঠিন।

স্কোরবোর্ড

ভারত (প্রথম ইনিংস): ৫১৮/৫ ডিক্লেয়ার

ওয়েস্ট ইন্ডিজ (প্রথম ইনিংস): ২৪৮

(১৪০ রানে ৪ উইকেটের পর)

হোপ বোল্ড কুলদীপ ৩৬, টেভিন এলবিডব্লু বো কুলদীপ ২১, গ্রিভস এলবিডব্লু বো কুলদীপ ১৭, পিয়ের বোল্ড বুমরা ২৩, ওয়ারিকান বোল্ড সিরাজ ১, ফিলিপ নট আউট ২৪, সিলস এলবিডব্লু বো কুলদীপ ১৩। অতিরিক্ত: ২৮। বোলিং: বুমরা ১৪-৪-৪০-১, সিরাজ ৯-২-১৬-১, জাদেজা ১৯-৫-৪৬-৩, কুলদীপ ২৬.৫-৪-৮২-৫, ওয়াশিংটন ১৩-২-৪১-০।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ (দ্বিতীয় ইনিংস): ১৭৩/২

ক্যাম্পবেল নট আউট ৮৭, চন্দ্রপল ক শুভমন বো সিরাজ ১০, অ্যাথানেজ বোল্ড ওয়াশিংটন ৭, হোপ নট আউট ৬৬। অতিরিক্ত: ৩। বোলিং: সিরাজ ৬-২-১০-১, জাদেজা ১৪-৩-৫২-০, ওয়াশিংটন ১৩-৩-৪৪-১, কুলদীপ ১১-০-৫৩-০, বুমরা ৪-২-৯-০, যশস্বী ১-০-৩-০।

বিরাটের আইপিএল ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : আন্তর্জাতিক টি-২০ এবং টেস্ট ক্রিকেটকে আগেই বিদায় জানিয়েছেন। এবার বিরাট কোহলির আইপিএল ভবিষ্যৎ নিয়েও জল্পনা তুঙ্গে! রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর সঙ্গে যুক্ত একটি বাণিজ্যিক সংস্থার চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে আগ্রাহী নন বিরাট। আর তাতেই এই চর্চা শুরু হয়েছে।

জানা গিয়েছে, ২০২৬ সালের আইপিএলের জন্য আরসিবি-র সঙ্গে যুক্ত ওই বাণিজ্যিক সংস্থা একাধিকবার চুক্তি নবিকরণের প্রস্তাব দিয়েছে বিরাটকে। কিন্তু প্রতিবারই সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন বিরাট। ওই সংস্থা আগামী আইপিএলেও বিরাটকে তাদের প্রচারের প্রধান মুখ করতে চাইছে। কিন্তু কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। এদিকে, বিরাটের ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের পর, দীর্ঘদিন ধরে আইপিএলে খেলা চালিয়ে যাওয়ার বিপক্ষে বিরাট। তিনি এই বিষয়ে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে অনুসরণ করতে চান না। প্রসঙ্গত, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের পরেও দীর্ঘ বছর ধরে আইপিএল খেলছেন ধোনি। যদিও বিরাট সেটা করবেন না বলেই মনে করছেন ঘনিষ্ঠরা।

গত চ্যাম্পিয়ন্স লিগের পর আর টিম ইন্ডিয়ার হয়ে কোনও ম্যাচ খেলেননি বিরাট। আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরের একদিনের সিরিজে অবশ্য দেশের জার্সি গায়ে ফের ২২ গজে দেখা যাবে কিং কোহলিকে। অনেকেই মনে করছেন, ওই সিরিজের পরেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে পাকাপাকিভাবে বিদায় জানাবেন বিরাট। সেক্ষেত্রে আইপিএল থেকেও অবসর নিতে পারেন।

অধিনায়ককে কাজ করতে দিই

ওদের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করি না : গম্ভীর

নয়াদিল্লি, ১২ অক্টোবর : কোচ হিসাবে ইতিমধ্যেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ও এশিয়া কাপ জিতেছেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজেও তাঁর কোচিংয়ে অসাধারণ ক্রিকেট উপহার দিয়েছিল তারুণ্যে ভরপুর টিম ইন্ডিয়া। তবুও গৌতম গম্ভীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ইয়েস ম্যান অধিনায়ক পছন্দ করেন। তাঁর জন্যই টেস্ট এবং একদিনের নেতৃত্ব ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন রোহিত শর্মার মতো সফল অধিনায়ক।

যদিও যাবতীয় অভিযোগ উড়িয়ে গৌতম গম্ভীরের দাবি, তিনি অধিনায়কদের দল পরিচালনার সিদ্ধান্তে কোনও ধরনের হস্তক্ষেপ করেন না। ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট সিরিজের সম্প্রচারকারী টিভি চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গম্ভীর বলেছেন, ভারতের টি-২০ দলের নেতা সূর্য। যেমন টেস্ট দলটা শুভমনের। এখন থেকে একদিনের দলটাও ওর হবে। একটা দল সব সময় অধিনায়কের হয়। আমি কোচ। কখনও ওদের সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করি না। প্রয়োজনে পরামর্শ দিতেই পারি।

কিন্তু শেষ কথা বলে অধিনায়করাই।

গম্ভীর আরও বলেছেন, শুভমন এই নিয়ে সাতটি টেস্টে নেতৃত্ব দিচ্ছে। অত্যন্ত পরিশ্রমী ছেলে। দ্রুত সব কিছু শেখার চেষ্টা করে। আমি শুধু ওর চাপ কমানোর চেষ্টা করি। অন্যদিকে, সূর্য টি-২০ অধিনায়ক হওয়ার পর আমরা প্রায় প্রত্যেকটি ম্যাচ জিতেছি। মাঠের সব সিদ্ধান্ত সূর্যই নেয়। ও ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলতে পছন্দ করে। আমার ক্রিকেট দর্শনও তাই। কারণ বিশ্বাস করি, আগ্রাসী ও সাহসী ক্রিকেট খেললে, সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। রক্ষণাত্মক খেলা মানে, প্রতিপক্ষকে বাড়তি সুযোগ করে দেওয়া। এশিয়া কাপ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচেও তো চাপ ছিল। আমরা সেই চাপ নিয়ে খেলেই পারফর্ম করেছি।

গম্ভীরের সংযোজন, ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেললে, ভুল হতেই পারে। কিন্তু ভয় পেলে চলবে না। জেতার মানসিকতা নিয়ে আমাদের আগ্রাসী ক্রিকেট খেলতে হবে। সফলতম কোচ হওয়ার কোনও ইচ্ছে আমার নেই। সমালোচনাকে আমরা গুরুত্ব দিই না। আমাদের ড্রেসিংরুমে যারা থাকে, তাদের পরামর্শকে গুরুত্ব দিই। তার বাইরে কারও মতামত নিয়ে মাথা ঘামাই না। ক্রিকেট একটা খেলা। একটা দল জিতবে, একটা দল হারবে। কিন্তু ক্রিকেটীয় দর্শন বদলালে চলবে না।